নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সূচিপত্র		
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		**i-ii**
Acronyms		**iii**
Glossary		**iv**
প্রথম অধ্যায়ঃ	**প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা**	
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	**১**
১.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	**২**
১.৩	প্রকল্পের লক্ষ্য	**২**
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	**২**
১.৫	প্রকল্পের আউটপুট	**২**
১.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	**২**
১.৭	প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন (মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/ বৃদ্ধি)	**২**
১.৮	প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা	**৩**
১.৯	প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ	**৪**
১.১০	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	**৪**
১.১১	প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা	**৮**
১.১২	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	**১৪**
১.১৩	প্রকল্পের লগফ্রেম	**১৬**
১.১৪	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা	**১৭**
১.১৫	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজি'র সাথে প্রকল্পের কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা	**১৭**
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	**নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা**	
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি	**১৮**
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য	**১৮**
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কার্যপরিধি	**১৮**
২.৪	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি	**১৯**
২.৫	সমীক্ষা এলাকা নির্ধারণ	**১৯**
২.৬	জরিপ পদ্ধতি	**১৯**
২.৭	সংখ্যাগত জরিপের নমুনা-সংখ্যা নির্ধারণ	**২০**
২.৭.১	গুণগত জরিপ পদ্ধতির ব্যবহার	**২১**
২.৭.২	উত্তরদাতা চয়ন	**২১**
২.৮	প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	**২১**
২.৯	কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ	**২১**
২.১০	কেস স্টাডি	**২২**
২.১১	ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণ	**২২**
২.১২	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ	**২২**
২.১৩	মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ	**২২**
২.১৪	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (প্রশ্নপত্র) প্রণয়ন	**২২**
২.১৫	প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)	**২৩**
২.১৬	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	**২৩**
২.১৭	সমীক্ষার বিশ্লেষণগত কাঠামো	**২৩**

তৃতীয় অধ্যায়ঃ	**ফলাফল পর্যালোচনা**	
৩.১	প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয় পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	**২৪**
৩.২	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির অবস্থা	**২৫**
৩.৩	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	**২৮**
৩.৪	প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা পর্যালোচনা	**৩০**
৩.৫	অডিট পর্যালোচনা	**৩০**
৩.৬	প্রকল্পের লগ ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ	**৩০**
৩.৭	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে মতামত	**৩১**
৩.৮	প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত	**৩২**
৩.৯	মাঠ পর্যায়ের জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ	**৩২**
৩.৯.১	সংখ্যাগত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ	**৩২**
৩.১০	KII এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	**৩৮**
৩.১১	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ	**৩৯**
৩.১২	প্রকল্পের Exit Plan সংক্রান্ত	**৪২**
৩.১৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা	**৪২**
৩.১৪	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির পর করণীয় সম্পর্কে রূপরেখা	**৪৩**
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	**প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা**	**(৪৪-৪৫)**
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	**পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	**(৪৬-৪৮)**
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	**সুপারিশ ও উপসংহার**	**(৪৯-৫০)**
References		**৫১**

ক্রমিক নং	সারণী	পৃষ্ঠা নং
সারণী ১.১	প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন (মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধি)	২
সারণী ১.২	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩
সারণী ১.৩	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৫
সারণী ৩.১	প্রকল্পের আর্থিক পরিকল্পনা	২৪
সারণী ৩.২	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির অবস্থা	২৫
সারণী ৩.৩	প্রকল্পে অনুমোদিত জনবল ও প্রকৃত জনবলের বর্তমান অবস্থার তুলনা	৩২
সারণী ৩.৪	ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের বিষয় ও শিক্ষাবর্ষ	৩৩
সারণী ৩.৫	রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে অবগতি	৩৩
সারণী ৩.৬	রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলো	৩৪
সারণী ৩.৭	পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব	৩৪
সারণী ৩.৮	কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ	৩৫
সারণী ৩.৯	রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ	৩৬
সারণী ৩.১০	বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান	৩৬
সারণী ৩.১১	বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে অপর্যাপ্ততা উত্তরণের উপায়	৩৭
সারণী ৩.১২	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	৩৭

ক্রমিক নং	চিত্র	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১	অনুমোদিত ব্যয়	৩
চিত্র-২	রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম	৩৩
চিত্র-৩	রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নাম	৩৪
চিত্র-৪	পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব সম্পর্কে মতামত	৩৫
চিত্র-৫	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ	৩৫
চিত্র-৬	রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধা	৩৬
চিত্র-৭	বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানরতদের উত্তর	৩৬
চিত্র-৮	পাঠদানে অপর্যাপ্ততা উত্তরণের উপায়	৩৭
চিত্র-৯	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণে রপ্তানিতে লাভবান/সুবিধার উপায়	৩৮
চিত্র-১০	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থিরচিত্র।	৪০

ক্রমিক নং	পরিশিষ্ট	পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট-১	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত/পাঠদানরত ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা	৫২
পরিশিষ্ট-২	ডব্লিউটিও সেল/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর জন্য চেকলিস্ট	৫৪
পরিশিষ্ট-৩	প্রকল্প পরিচালকের জন্য চেকলিস্ট	৫৫
পরিশিষ্ট-৪	উন্নয়ন সহযোগী ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর জন্য প্রশ্নপত্র	৫৭
পরিশিষ্ট-৫	Development Partner (EIF) এর জন্য প্রশ্নপত্র	৫৮
পরিশিষ্ট-৬	বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র জন্য প্রশ্নপত্র	৬০
পরিশিষ্ট-৭	ফার্মেসিউটিক্যাল এসোসিয়েশনের জন্য প্রশ্নপত্র	৬০
পরিশিষ্ট-৮	বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)/বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এর জন্য প্রশ্নপত্র	৬১
পরিশিষ্ট-৯	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার জন্য প্রশ্নপত্র	৬২
পরিশিষ্ট-১০	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	৬৩

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

যে কোন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। উৎপাদক, বিপণনকারী, মধ্যস্থতাকারীসহ সর্বস্তরের জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ। দক্ষ জনবল তৈরি করবে উন্নত মানের নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী। আরেকদল দক্ষ কর্মী এসব পণ্য বাজারজাত করবে দেশে ও বিদেশে। এভাবে দেশের পণ্য ও বাজার উভয়ই বহুমুখীকরণ করা সম্ভব হয়। আর এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করছে Enhanced Integrated Framework (EIF)। এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর আওতায় ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পের উদ্দেশ্য, রপ্তানি বহুমুখীকরণে অবদান রাখা এবং নির্বাচিত খাতসমূহের (তৈরি পোশাক খাত, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাত ও ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে এপিআই খাত) রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা।

মূল টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ আগস্ট ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ আগস্ট ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট ব্যয় প্রাক্কলন ৯৯৫.৪০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১০০.৮০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা (অনুদান) ৮৯৪.৬০ লক্ষ টাকা। আইএমইডি'র নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে মোট ৬টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে, প্রকল্প পরিচিতি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে, নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরিচালন পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, সমীক্ষার সার্বিক ফলাফল পর্যালোচনা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রকল্পটির সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি সনাক্ত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সমীক্ষায় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতির পর্যালোচনা করা, প্রকল্পের বাস্তবায়নের সমস্যা/অন্তরায় ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে প্রকল্পটি যথাসময়ে ও সঠিকভাবে সমাপ্ত করার ব্যাপারে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়া। এরই অংশ হিসেবে প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্য সরাসরি সাক্ষাৎকার এবং KII পদ্ধতিতে প্রকল্প প্রবক্তা এবং সম্ভাব্য সুফলভোগী সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (২১১.৮৮ লক্ষ টাকা) বা ২১.২৮ % মাত্র। প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল কারিগরি কার্যক্রমসমূহের ১৭টির মধ্যে ১১টি কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। প্রকল্পের এ নিম্ন অগ্রগতির কারণ হিসেবে প্রকল্পে জনবলের অভাব, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব, যথাযথ মনিটরিং/তদারকির অভাব ইত্যাদি অন্যতম হিসেবে সমীক্ষায় উঠে আসে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্পের টিএপিপি'র ক্রয় সংক্রান্ত ২টি প্যাকেজের প্রক্রিয়াকরণ পর্যালোচনা করা হয়। কারণ এ পর্যন্ত কেবলমাত্র ২টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাধীন ২টি ক্রয় কার্যক্রমে প্রকল্পের অর্থায়নকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা EIF এর নির্দেশনা মোতাবেক পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে।

সমীক্ষায় সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষার জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল সম্পর্কে আশানুরূপ মতামত দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা কিছু বিষয়ে তাঁদের দাবি তুলে ধরেছেন। সমীক্ষার সংখ্যাগত জরিপের অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি তাঁদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে যা এই ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে।

সমীক্ষা জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রায় সকলেই মনে করেন প্রকল্প কার্যক্রমে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ থাকলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে।

সুনির্দিষ্ট নির্দেশক/মাত্রা (Indicator) অনুযায়ী প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সবলদিকসমূহ হলো: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং যথাসময়ে অর্থ ছাড়করণ। দুর্বলদিকসমূহ হলো: প্রকল্প প্রণয়নকালে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে যথাযথ আলোচনা ও মতামত না নিয়েই প্রকল্পের কর্মপরিধি ও ডিজাইন নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অত্যন্ত নগণ্য বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পাঁচ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, এ পর্যন্ত প্রকল্পের সহায়ক জনবল নিয়োগ না হওয়া, সংশোধিত টিএপিপি-তে নতুন নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রকল্পটি মনিটরিং না করা। প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ঔষধশিল্পে কিছু দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির সুযোগ রয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় অনুমোদিত মেয়াদের মধ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়ার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে এবং প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হলে উন্নয়ন সহযোগীদের অনুরূপ প্রকল্পের অর্থায়নে নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্পের টিএপিপি-তে প্রকল্প পরিচালকসহ মোট পাঁচ জন জনবলের সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালক ছাড়া অবশিষ্ট ৪ জন হলো: প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্রকল্প হিসাবরক্ষক, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও অফিস সহকারী। প্রকল্পে উক্ত ৪ জন জনবল আউটসোর্স পদ্ধতিতে নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। তবে ৪ জন সহায়ক জনবলের নিয়োগ এখনো সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকের নিয়োগও সমাপ্ত হয়নি। প্রকল্প ব্যয় মূল টিএপিপি'র বার্ষিক ব্যয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা সম্ভব হয়নি। মে ২০২২ পর্যন্ত মাত্র ১ বার PIC এবং ২ বার PSC'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর PIC ও PSC সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়নি। প্রকল্পটির কর্মপরিধি ও ডিজাইন প্রণয়নের সময় স্টেকহোল্ডারদের মতামত যথাযথভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়নি। প্রকল্পের টিএপিপি'র অনুচ্ছেদ ১৩ তে প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। তবে প্রকল্প কার্যক্রম প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান রাখার জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হবে কিনা এবং প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সংগৃহীত পণ্য কোথায় হস্তান্তর করা হবে সে সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

এখন পর্যন্ত প্রকল্পের বিষয়ে কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অগ্রগতি সীমিত হওয়ায় এবং করোনা অতিমারীর জন্য এই কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্প দপ্তর থেকে স্বউদ্যোগী হয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনে চলমান প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। সেগুলো হলোঃ প্রকল্প কার্যক্রম সঠিকভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প কাজে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের পরিবর্তন/বদলি যথাসম্ভব পরিহার; প্রকল্পের অবাস্তবায়িত কাজ সমাপ্তের লক্ষ্যে দ্রুত পরামর্শক নিয়োগ ও অন্যান্য সকল কাজের দরপত্র আহ্বান, প্রকল্পের PIC ও PSC কমিটির সভাসমূহ যথাসম্ভব নিয়মিত আয়োজন এবং PIC ও PSC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে National Implementation Unit (NIU) এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটির পৃথকীকরণ; প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিএপিপি/আরটিএপিপি-তে সংস্থানকৃত জনবল অতিসত্বর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম।

Acronyms

Acronyms	Elaboration
ADP	Annual Development Programme
API	Active Pharmaceutical Ingredients
BAPA	Bangladesh Agro Processors Association
BARI	Bangladesh Agriculturural Research Institute
BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BFTI	Bangladesh Foreign Trade Institute
BGMEA	Bangladesh Garments Manufacturers & Exporters Association
BKMEA	Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association
BOQ	Bill of Quantities
BUTEX	Bangladesh University of Textiles
BUFT	BGMEA University of Fashion Technology
DTIS	Diagnostic Trade Integration Study
DP	Development Partner
DPA	Direct Project Aid
EIF	Enhanced Integrated Framework
EOI	Expression of Interest
EPB	Export Promotion Bureau
EU	European Union
ERD	Economic Relations Division
FC	Foreign Currency
FE	Foreign Exchange
FY	Financial Year
FYP	Five Year Plan of Bangladesh
GDP	Gross Domestic Product
GOB	Government of Bangladesh
HR	Human Resources
IA	Important Assumptions
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IART	Institute Of Apparel Research And Technology
KPI	Key Performance Indicators
LS	Lump sum
M&E	Monitoring and Evaluation
MoU	Memorandum of Understanding
MoC	Ministry of Commerce
MoV	Means of Verification
NITTRAD	National Institute of Textile Training, Research and Design
OVI	Objectively Verifiable Indicators
PA	Project Aid
PC	Planning Commission
PF	Processed Food
PSC	Project Steering Committee
PIU	Project Implementation Unit
RADP	Revised Annual Development Programme
RFQ	Request for Quotation
RPA	Reimbursable Project Aid
ToT	Training of Trainers
UNDAF	United Nations Development Assistance Framework
VFM	Value for money

Glossary

রপ্তানি বহুমুখীকরণ: রপ্তানি বহুমুখীকরণ হচ্ছে একটি দেশের রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তন। বিদ্যমান পণ্যের ঝুড়ি পরিবর্তন করে অথবা উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈচিত্র্য এনে দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত করাকে রপ্তানি বহুমুখীকরণ বলা যেতে পারে।

অ্যাক্টিভ ফার্মেসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট: অ্যাক্টিভ ফার্মেসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) হল যেকোনো ওষুধের সক্রিয় উপাদান যা নির্ধারিত প্রভাব তৈরি করে। এপিআই-এর উৎপাদন ঐতিহ্যগতভাবে ফার্মেসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো করে থাকে।

ব্র্যান্ডিং: একটি পণ্য বা পরিষেবাকে উন্নত ডিজাইনের মাধ্যমে মানোন্নয়ন করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা কে সাধারণত ব্র্যান্ডিং বলা হয়।

প্রক্রিয়াজাত খাদ্য: প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হল যে কোনো কাঁচা কৃষিজাত পণ্যকে তার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে প্যাকেজিং করে সংরক্ষণ করা। এর মধ্যে প্রিজারভেটিভ, স্বাদ ও পুষ্টিবর্ধক পদার্থ, লবণ, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্যসহ অন্যান্য অনুমোদিত পদার্থ যোগ করা থাকতে পারে।

জিডিপি: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি দেশের মধ্যে তৈরি সমস্ত পণ্য এবং পরিষেবাগুলির আর্থিক মূল্য।

এক্সপোজার ভিজিট: এক্সপোজার ভিজিট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বা কার্যক্রম যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ কোন ইভেন্টে উপস্থাপিত বিভিন্ন দেশের পণ্য, পরিষেবা ও প্রযুক্তি পরিদর্শন করতে পারে এবং এসব পণ্য, পরিষেবা ও প্রযুক্তির বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

MOU: একটি সমঝোতা স্মারক, যা এক বা একাধিক পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এটি দ্বিপাক্ষিক (দুই) বা বহুপাক্ষিক (দুই পক্ষের বেশি) হতে পারে। যদিও MOU একটি আনুষ্ঠানিক নথি, তবে তা আইনতভাবে বাধ্যতামূলক নয়।

স্টেকহোল্ডার: স্টেকহোল্ডাররা হলেন এমন ব্যক্তি (বা গোষ্ঠী) যারা একটি পণ্য বা প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ পণ্য বা প্রকল্প কার্যক্রম যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বেজলাইন স্টাডি: একটি বেজলাইন স্টাডি হল একটি প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের শুরুর অবস্থান সনাক্ত করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ। এটি একটি বেজলাইন বা মানদন্ড যার বিপরীতে ভবিষ্যতের অগ্রগতি মূল্যায়ন বা তুলনা করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

রপ্তানি বহুমুখীকরণে অবদান রাখা ও নির্বাচিত খাতসমূহের রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত প্রায় দেড় দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতির আকার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। উক্ত সময়ে পণ্য ও সেবা রপ্তানি এবং ব্যক্তিগত রেমিট্যান্সের প্রবাহ গড়ে বার্ষিক ১৫.২% হতে ১৫.৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালের চরম দারিদ্র্য ৩৩.৭ শতাংশ হতে ২০১৬ সালে ১২.৯ শতাংশে নেমে আসে। বাংলাদেশ সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে হলে অর্থনীতিতে ৮ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশের যুবশক্তির একটা বিশাল অংশ প্রতিবছর কর্মক্ষমতা অর্জন করে এবং এ যুব সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়সী ৩০ শতাংশের জনগোষ্ঠী সম্বলিত দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আরো অনেক উন্নততর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আবশ্যক। ব্যবসায়িক খাত থেকে উৎপাদনশীল খাত সর্বক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের দ্রুত কর্মসৃজন ঘটেছে তৈরিপোশাকের বৈশ্বিক ভ্যালু চেইন এ অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে। এ খাতে বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এ ধারা অপরিবর্তিত রেখে দেশের উৎপাদন খাতসমূহকে আরো প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

দেশের সার্বিক রপ্তানি উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে অনভিপ্রেত কোন নেতিবাচক অবস্থা মোকাবেলার স্বার্থে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ নীতি সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার। দেশে প্রায় ৫০০০টি তৈরি পোশাক (RMG) কারখানায় প্রায় ৫০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক কর্মরত যার ৮০% নারী। তবে তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কিছুটা থমকে আছে। টেক্সটাইল এবং পোশাক খাতে ২০০৩-২০১০ সালে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ১২% হারে। কিন্তু ২০১০-২০১৫ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক মাত্র ১% হারে। বাংলাদেশের রপ্তানি ঝুড়িকে বৈচিত্র্যময় করতে পারলে এবং অন্যান্য খাত কর্তৃক তৈরি পোশাকের অগ্রগতির এই পরিক্রমাকে অনুসরণ করা সম্ভব হলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক সাফল্য পাওয়া যাবে। অন্যান্য উৎপাদন খাতও ধীরে ধীরে অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে পরিলক্ষিত শূন্য স্থানসমূহ পূরণে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। এ লক্ষ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে অনভিপ্রেত ভবিষ্যৎ ধ্বস ঠেকাতে এবং উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল রাখতে রপ্তানি বৈচিত্র্যময়করণ, উৎপাদন ও শ্রমশক্তির দক্ষতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের জনশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে, কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে, উৎপাদিত পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ করতে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে, অধিক কর্মসংস্থান তৈরি করতে, রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে আরো বেগবান করতে, অভ্যন্তরীণ পশ্চাদসংযোগ শিল্পখাতের উন্নয়ন ঘটাতে, নতুন পণ্যকে রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করাতে ও সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে প্রয়োজন যথাযথ কর্মপরিকল্পনা। যে কোন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। আর উৎপাদক, বিপণনকারী, মধ্যস্থতাকারী সহ সর্বস্তরের জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ। দক্ষ জনবল তৈরি করবে উন্নত মানের নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী। আরেকদল দক্ষ কর্মী এসব পণ্য বাজারজাত করবে দেশে ও বিদেশে। এভাবে পণ্য ও বাজার উভয়ই বহুমুখীকরণ করা সম্ভব হবে। আর এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া

হয়েছে। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করছে Enhanced Integrated Framework (EIF)। প্রকল্পটির সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন মেয়াদ আগস্ট ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিত

প্রকল্পের শিরোনাম	:	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য

- রপ্তানি বহুমুখীকরণে অবদান রাখা এবং বিদ্যমান জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি।

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণে অবদান রাখা;
- ২০২১ সালের মধ্যে নির্বাচিত খাতসমূহের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১.৫ প্রকল্পের আউটপুট

- উচ্চমানের ফ্যাশন ডিজাইনারের মাধ্যমে RMG শিল্পে উচ্চ মূল্যের ফ্যাশনেবল রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উন্নয়ন;
- রপ্তানি ও দেশীয় বাজারে এপিআই সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের ফার্মেসিউটিক্যাল শিল্পসমূহের সক্ষমতা অর্জন করা; এবং
- কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য খাদ্য উৎপাদন করা।

১.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

টিএপিপি'র প্রকার	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল অনুমোদিত	আগস্ট ২০১৮	জুলাই ২০২১
১ম সংশোধিত	আগস্ট ২০১৮	জুলাই ২০২২

১.৭ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি

সারণী ১.১ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়					বাস্তবায়ন মেয়াদ	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	সময় বৃদ্ধি
	মোট	জিওবি (১০০.৮০)		প্রঃ সাঃ (EIF)	অন্যান্য			
		ইন কাইন্ড	স্থানীয়					
মূল	৯৯৫.৪০	৫৮.৮০	৪২.০০	৮৯৪.৬০		আগস্ট ২০১৮- জুলাই ২০২১	অপরিবর্তিত	১২ মাস
১ম সংশোধন	৯৯৫.৪০	৫৮.৮০	৪২.০০	৮৯৪.৬০		আগস্ট ২০১৮- জুলাই ২০২২		

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের টিএপিপি এবং আরটিএপিপি

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯৫.৪০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় আগস্ট ২০১৮ হতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত। অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনে বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত করা হয়। সংশোধিত টিএপিপি-তে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কোভিড-১৯ অতিমারী, জনবলের অভাব, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার যথযথ উদ্যোগের অভাব, প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং না হওয়া, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প সংশোধন সংক্রান্ত সরকারি আদেশটি ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে জারি হয়।

১.৮ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নিম্নবর্ণিত সারণী-তে ছক আকারে প্রদান করা হল:

সারণী ১.২ – প্রাক্কলিত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

	মূল অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী	(১ম সংশোধিত) টিএপিপি অনুযায়ী
১	২	৩
মোট	**৯৯৫.৪০**	**৯৯৫.৪০**
জিওবি	১০০.৮০	১০০.৮০
পিএ (অনুদান)	৮৯৪.৬০	৮৯৪.৬০

চিত্র-১ অনুমোদিত ব্যয়

১.৯ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ **হচ্ছে:**

আরএমজি খাত	**প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাত**
• আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ • ট্রেইনারদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ • ট্রেইনারদের স্থানীয় প্রশিক্ষণ • ফ্যাক্টরী কর্মী ও ডিজাইনারের প্রশিক্ষণ • প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন • ব্রান্ডিং ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ • ফ্যাশন ডিজাইন এবং ইনোভেশন কেন্দ্রের ভৌত/ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট এর জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ	• বৈদেশিক প্রশিক্ষণ • ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ • উদ্যোক্তা/কর্মীদের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ • কৃষিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ • সভা/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন • অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম
	এপিআই খাত • বিদেশে এক্সপোজার ভ্রমণ • স্থানীয় প্রশিক্ষণ • প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন

১.১০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯৫.৪০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় আগস্ট ২০১৮ হতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনে বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত করা হয়। প্রকল্পটি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের টিএপিপি-তে প্রকল্পের যে অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধনের সময় তা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলঃ

সারণী ১.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

অর্থনৈতিক কোড	নতুন অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড ওয়াইজ আইটেম কোড বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				ও.এফ	অন্যান্য
							আরপিএ		ডিপিএ			
							টি.জিওবি	এসএ	টি.পিডি	টি.ডিপি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
		(ক) রাজস্ব উপাদান										
৪৬০১	৩১১১১০১	এনআইইউ অফিসিয়ালস	এমএম	৫২	৫৮.৮	৫৮.৮				২১.০০	-	-
৪৫০১	৩১১১২০১	ন্যাশনাল প্রজেক্ট স্টাফ	এমএম	৫২	৪০.৪৩					৪০.৪৩		
৪৮৭৪	৩২৫৭১০১	স্থানীয় পরামর্শক	এলএস	এলএস	৮.৪০					৮.৪০		
৪৮৭৪	৩২৫৭১০১	ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ফর আরএমজি	এমএম	৬	৬৮.০৪					৬৮.০৪		
৪৮৪২	৩২৩১২০১	লোকাল টিওটি ফর আরএমজি	নং	১	৪.২					৪.২		
৪৮৪২	৩২৩১১০১	ফরেন টিওটি ফর আরএমজি	নং	১	২১.০০					২১.০০		
৪৮৯০	৩২৫৭৩০১	লঞ্চিং সিরিমনি, ফেশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেশন সেন্টার	নং	১	৩.৩৬					৩.৩৬		
৪৮৪২	৩২৩১২০১	কনডাক্টিং ট্রেনিং ফর আরএমজি ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারস এন্ড ডিজাইনার	নং	১০	৫০.৪০					৫০.৪০		
৪৮৪২	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/শিক্ষার খরচ, আরএমজি এর (কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট)	নং	২	৬.৭২					৬.৭২		
৪৮৭৪	৩২৫৭১০১	ন্যাশনাল এক্সপার্ট ফর ব্র্যান্ডিং এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, আরএমজি	এলএস	এলএস	৩৭.৪৯					৩৭.৪৯		
৪৮৪২	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিট ফর পিএফ	নং	১	২৯.০০		-	-	-	২৯.০০	-	-
৪৮৪২	৩২৩১২০১	টিওটি ফর পিএফ	নং	২	৮.৪					৮.৪		
৪৮৪২	৩২৩১২০১	কর্মচারীর জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ/ইন্ট্র্যাপ্রিনিউর ফর পিএফ	নং	৪০	১৫০.০০					১৫০.০০		
৪৮৪২	৩২৩১২০১	কৃষি নেগোটিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	নং	২০	৮৪.০০					৮৪.০০		
৪৮৪২	৩২১১১১১	এপিআই-এর জন্য ট্রেনিং প্ল্যান, প্রাক এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য সেমিনার কর্মশালা/সভা	নং	৪	৮.৪০					৪.৪০		
৪৮৪২	৩২১১১১১	অ্যাডভোকেসি ইভেন্ট (ওয়ার্কশপ/সেমিনার আপস্কেল পিএফ	নং	২	৪.২					৪.২		

অর্থনৈতিক কোড	নতুন অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড ওয়াইজ আইটেম কোড বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				ও.এফ	অন্যান্য
							আরপিএ		ডিপিএ			
							টি.জিওবি	এসএ	টি.পিডি	টি.ডিপি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪৮৪২	৩২১১১১১	স্বতন্ত্র ১৫টি এসএমই এর জন্য অ্যাডভোকেসি ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স/সেমিনার (টেইলরমেড সাপোর্ট)	নং	১৫	১৬.৮০					১৬.৮০		
৪৮৪২	৩২৩১১০১	ফরেন এক্সপোজার ভিজিট ফর এপিআই	নং	১	২১.০০					২১.০০		
৪৮৪২	৩২১১২০১	এপিআই-এর জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ	নং	১০	৪২.০০					৪২.০০		
৪৮৪২	৩২১১১১১	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/লার্নিং কস্ট ফর এপিআই (টিওটি)	নং	২	১২.৬					১২.৬		
৪৮০১	৩২৪২১০১	ভ্রমণ এবং মিশন	এলএস	এলএস	১৫.৫৪					১৫.৫৪		
৪৮৮৩	৩১১১৩৩২	মিটিং কস্ট: স্পেসিফিকেশন, টেন্ডার ওপেন, ইভ্যালুয়েশন, এনআইইউ, পিআইসি, পিএসসি ইত্যাদি।	নং	৩০	১০.০০					১০.০০		
৪৮৩৩	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	এলএস	এলএস	২.৭২					২.৭২		
৪৮৩২	৩২১১১২৬	অডিও/ভিডিও/ চলচিত্র নির্মাণ	এলএস	এলএস	৩.০০					৩.০০		
৪৮৩৫	৩২১১১২৮	বই এবং সাময়িকী, প্রকাশনা	এলএস	এলএস	১.০০					১.০০		
৪৮২৮	৩২৫৫১০৫	মনিহারি	এলএস	এলএস	৬.০০					৬.০০		
৪৮৯৩	৩২১১১০৭	ভেহিক্যাল হায়ারিং	নং	১	৪২.০০	৪২.০০						
৪৮৮৯	৩২২১১০১	অডিট	এলএস	এলএস	১২.৬০					১২.৬০		
০	৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	এলএস	এলএস	১.০০					১.০০		
০	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	এলএস	এলএস	১.০০					১.০০		
০	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	এলএস	এলএস	২.৫					২.৫		
০	৩২৫২১০৮	স্যানিটেশন সামগ্রী	এলএস	এলএস	০.৫০					০.৫০		
০	৩২৫৮১০৩	মেইন্টেন্যান্স; কম্পিউটার	এলএস	এলএস	০.৭৫					০.৭৫		
০	৩২১১১১৯	ডাক এবং কুরিয়ার	এলএস	এলএস	০.৫০					০.৫০		
০	৩১১১২০২	সাপোর্ট স্টাফ	এলএস	এলএস	০.৭৫					০.৭৫		
০	৩৯১১১১১	বিবিধ	এলএস	এলএস	৫.৫০					৫.৫০		
৪৮২১	৩৯১১১১৩	বিদ্যুৎ	এলএস	এলএস	২.০০					২.০০		

অর্থনৈতিক কোড	নতুন অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড ওয়াইজ আইটেম কোড বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য				ও.এফ	অন্যান্য
							আরপিএ		ডিপিএ			
							টি.জিওবি	এসএ	টি.পিডি	টি.ডিপি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪৮০৬	৩২১১১২৯	অফিস ভাড়া	এলএস	এলএস	৮.০০					৮.০০		
		উপ-মোট (ক)			**৭৯০.৬০**	**১০০.৮০**	**-**	**-**	**-**	**৬৮৯.৮০**	**-**	**-**
খ) মূলধন উপাদান												
০	৪১১২২০২	হেভি ডিউটি প্রিন্টার	নং	১	১.৫০					১.৫০		
৬৮১৫	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র এবং ইক্যুইপমেন্ট	এলএস	এলএস	৮.৪০					৮.৪০		
৪৯০৬	৪১১২৩১৪	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্ণিচার ফর ফিজিক্যাল/ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যা ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর আরএমজি	এলএস	এলএস	৬৭.৭		-	-	-	৬৭.৭		
৪৮৮৮	৪১১২২০২	প্রকিউর এন্ড সেটিং আপ অফ ইক্যুইপমেন্ট, কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার এন্ড এক্সেসরিজ ফর স্টুডিও এবং ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেটিং সেন্টার ফর আরএমজি	এলএস	এলএস	৯৯.১২					৯৯.১২		
৪৯১৬	৪১১২৩০৬	প্রকিউর কেমিক্যালস এন্ড আদার্স ফর ল্যাব এন্ড ট্রেনিং ফর প্রসেস ফুড	এলএস	এলএস	১৪.৪৮					১৪.৪৮		
০	৪১১৩৩০১	প্রকিউরমেন্ট অফ এন্টারপ্রাইজ সলুয়েশন সফটওয়্যার	এলএস	এলএস	১৩.৬					১৩.৬		
		উপ-মোট (খ) এর :			**২০৪.৮০**		**-**	**-**	**-**	**২০৩.৩০**	**-**	**-**
		সর্বমোট (ক + খ) এর :			**৯৯৫.৪০**	**১০০.৮০**	**-**	**-**	**-**	**৮৯৪.৬০**	**-**	**-**

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের আরটিএপিপি, ২০২২

১.১১ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

লক্ষ টাকায়

ইকো সাব কোড	ইকো সাব কোড অনুযায়ী বর্ণনা	নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								সম্ভাব্য ব্যয়															
										অর্থবছর ২০২১-২০২২								অর্থবছর ২০২২-২০২৩							
				ব্যয়								ব্যয়								ব্যয়					
		ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট খরচ	জিওবি	ইউনিট	পরিমাণ	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
						আর পিএ	ডিপিএ							আর পিএ	ডি পিএ							আর পিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
ক) রাজস্ব																									
৩১১১১০১	এনআইইউ এর কর্মকর্তারা	এম এম	৩৬	৫৮.৮০	৫৮.৮০																				
৩২৫৭১০১	আরএমজি এর জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	এম এম	০.০০	০.০০		০.০০												এম এম	৬.০০	৬৮.০৪		৬৮.০৪			
৩২১১১০৯	স্থানীয় প্রকল্প কর্মী	এম এম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				এম এম	৫২.০০	৪০.৪৩		৪০.৪৩											
৩২৫৭১০১	স্থানীয় পরামর্শক									এম এম	২.০০	৩.০০		৩.০০				এম এম	৪.০০	৫.৪০		৫.৪০			
৩২৫৭১০১	এনএ স্টাডি ফর এপিআই এন্ড পিএফ	নং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০																			
৩২৩১১০১	পিএফ এর জন্য বিদেশী প্রশিক্ষণ এবং ভিজিট	নং	১.০০	২৯.০০	০.০০	২৯.০০																			
৩২৩১১০১	বিদেশী এক্সপোজার ভিজিট এপিআই এবং পিএফ	নং	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০				নং	১.০০	২১.০০		২১.০০											
৩২১১১১১	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ /সেমিনার/এপিআই (টিওটি) এর জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়									নং	২.০০	১২.৬০		১২.৬০											
৩২৩১২০১	এপিআই-এর জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ	নং	৩.০০	৪.৫৭	০.০০	৪.৫৭				নং	৭.০০	৩৭.৪৩		৩৭.৪৩											
৩২১১১১১	কর্মশালা/মিটিং/ সেমিনার ডেভেলপিং ট্রেনিং									নং	৪.০০	৮.৪০		৮.৪০											

লক্ষ টাকায়

ইকো সাব কোড	ইকো সাব কোড অনুযায়ী বর্ণনা	নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								সম্ভাব্য ব্যয়															
										অর্থবছর ২০২১-২০২২								অর্থবছর ২০২২-২০২৩							
				ব্যয়								ব্যয়								ব্যয়					
		ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট খরচ	জিওবি	ইউনিট	পরিমাণ	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
						আর পিএ	ডিপিএ							আর পিএ	ডি পিএ							আর পিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	প্ল্যান এবং এর বৈধতা, এপিআই-এর জন্য প্রশিক্ষণের পূর্বে ও পরে মূল্যায়ন																								
৩২৩১১০১	টিওটি-এর জন্য পিএফ																	নং	২.০০	৮.৪০		৮.৪০			
৩২৩১২০১	২টি টিওটি সহ পিএফ-এর জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ	নং	১.০০	২.২৮	০.০০	২.২৮												নং	৩৯.০০	১৪৭.৭২		১৪৭.৭২			
৩২৩১২০১	টিওটি প্রশিক্ষণ, আরএমজি	নং	৬.০০	০.০০	০.০০													নং	১.০০	৪.২০		৪.২০			
৩২৩১১০১	আরএমজি এর জন্য বিদেশী প্রশিক্ষণ	নং	০.০০	০.০০	০.০০													নং	১.০০	২১.০০		২১.০০			
৩২৩১২০১	কারখানার শ্রমিকদের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ, আরএমজিতে ডিজাইনার	নং	০.০০	০.০০	০.০০													নং	১০.০০	৫০.৪০		৫০.৪০			
৩২৫৭৩০১	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ফ্যাশন ডিজাইন এবং উদ্ভাবন কেন্দ্র	নং	১.০০															নং	১.০০	৩.৩৬		৩.৩৬			
৩২১১১১	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/শিক্ষার খরচ, আরএমজি এর (কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট)	এল এস	এল এস															নং	২.০০	৬.৭২		৬.৭২			
৩২৫৭১০১	ব্র্যান্ডিং এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০													এল এস	এল এস	৩৭.৪৯		৩৭.৪৯			

লক্ষ টাকায়

ইকো সাব কোড	ইকো সাব কোড অনুযায়ী বর্ণনা	নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								সম্ভাব্য ব্যয়															
										অর্থবছর ২০২১-২০২২								অর্থবছর ২০২২-২০২৩							
				ব্যয়								ব্যয়								ব্যয়					
		ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট খরচ	জিওবি	ইউনিট	পরিমাণ	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
						আর পিএ	ডিপিএ							আর পিএ	ডি পিএ							আর পিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	জন্য জাতীয় বা জাতী পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, আরএমজি																								
৩২৩১ ২০১	Agricultural negotiation এর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					নং	২০.০০	৮৪.০০		৮৪.০০											
৩২১১১ ১১	অ্যাডভোকেসি ইভেন্ট (ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আপস্কেল পিএফ)	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০																				
৩২১১১ ১১	এফপি/দর্জি প্রোগ্রামে স্বতন্ত্র ১৫ টি এসএমই-এর জন্য অ্যাডভোকেসি ওয়ার্কশপ/সম্মেলন /সেমিনার	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০																				
৩২৪২১ ০১	ভ্রমণ এবং মিশন	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	৭.০০		৭.০০				এল এস	এল এস	৮.৫৪		৮.৫৪			
৩২১১১ ২৬	অডিও, ভিডিও	এল এস	এল এস		০.০০					এল এস	এলএস	১.০০		১.০০				এল এস	এল এস	২.০০		২.০০			
৩২১১১ ২৮	বই, সাময়িকী প্রকাশনা	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.৪৫		০.৪৫				এল এস	এল এস	০.৫৫		০.৫৫			
৩২১১১ ২৫	বিজ্ঞাপন	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	১.০০		১.০০				এল এস	এল এস	১.৭২		১.৭২			
৩২২২১ ১০১	মূল্যায়ন এবং বৈধতা/নিরীক্ষা	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০													এল এস	এল এস	১২.৬০		১২.৬০			
৩২৫৭ ২০৬	মিটিং খরচ: স্পেসিফিকেশন,	নং	০.০০	০.০০	০.০০					নং	১৩.০০	৪.৫০		৪.৫০				নং	১৭.০০	৫.৫০		৫.৫০			

লক্ষ টাকায়

ইকো সাব কোড	ইকো সাব কোড অনুযায়ী বর্ণনা	নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								সম্ভাব্য ব্যয়															
										অর্থবছর ২০২১-২০২২								অর্থবছর ২০২২-২০২৩							
				ব্যয়								ব্যয়								ব্যয়					
		ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট খরচ	জিওবি	ইউনিট	পরিমাণ	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
						আর পিএ	ডিপিএ							আর পিএ	ডি পিএ							আর পিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	টেন্ডার খোলা, মূল্যায়ন, NIU, PIC, PSC ইত্যাদি।																								
৩২১১১২৬	যোগাযোগ এবং দৃশ্যমানতা	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০																				
৩২১১১২৫																									
৩২১১১২৮																									
৩২১১১২৭																									
০	ইউটিলিটি সার্ভিস	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০																				
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারী	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	২.৫০		২.৫০				এল এস	এল এস	৩.৫০		৩.৫০			
৩২১১১০৭	গাড়ি ভাড়া করা	নং	১.০০	১৮.৭৫	১৮.৭৫					নং	১.০০	৮.০০	৮.০০					নং	নং	১৫.২৫	১৫.২৫				
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	১.০০		১.০০				এল এস	এল এস	১.০০		১.০০			
৩২১১১২৯	অফিস ভাড়া	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	৪.০০		৪.০০				এল এস	এল এস	৪.০০		৪.০০			
৩২২১১০৯	অপারেশন খরচ	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস							এল এস	এল এস						
৩১১১৩১২	মোবাইল/ সেলফোন ভাতা	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.৩০		০.৩০				এল এস	এল এস	০.৭০		০.৭০			
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.৩০		০.৩০				এল এস	এল এস	০.৭০		০.৭০			
৩১১১৩৩১	রিফ্রেশমেন্ট ভাতা	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	১.০০		১.০০				এল এস	এল এস	১.৫০		১.৫০			

লক্ষ টাকায়

ইকো সাব কোড	ইকো সাব কোড অনুযায়ী বর্ণনা	নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								সম্ভাব্য ব্যয়															
				ব্যয়						অর্থবছর ২০২১-২০২২								অর্থবছর ২০২২-২০২৩							
												ব্যয়								ব্যয়					
		ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট খরচ	জিওবি	ইউনিট	পরিমাণ	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
						আর পিএ	ডিপিএ							আর পিএ	ডি পিএ							আর পিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৩২৫২১০৮	স্যানিটেশন উপকরণ	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.২০		০.২০				এল এস	এল এস	০.৩০		০.৩০			
৩২৫৮১০৩	রক্ষণাবেক্ষণ; কম্পিউটার	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.২৫		০.২৫				এল এস	এল এস	০.৫০		০.৫০			
৩২১১১১৯	পোস্ট এবং কুরিয়ার	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.২০		০.২০				এল এস	এল এস	০.৩০		০.৩০			
৩১১২০২	সাপোর্ট স্টাফ	এল এস	এল এস	০.০০	০.০০					এল এস	এলএস	০.২৫		০.২৫				এল এস	এল এস	০.৫০		০.৫০			
৩৯১১১১১	বিবিধ	এল এস	এল এস	০.৮৫	০.০০	৪.০৫				এল এস	এলএস	০.৭০		০.৭০				এল এস	এল এস	০.৭৫		০.৭৫			
	উপ-মোট			১১৪.২৫	৭৭.৫৫	৩৯.৯০						২৩৯.৫১	৮	২৩১.৫১						৪৩৩.৬৪	১৫.২৫	৪১৮.৩৯			
খ) মূলধণ																									
৪১১২২০২	হেভি ডিউটি প্রিন্টার	নং	১	০								১.৫০		১.৫০											
৪১১২৩১৪	ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর আরএমজি-এর শারীরিক/ অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ	এল এস	০.০০	০.০০						এল এস		৬৭.৭০		৬৭.৭০											
৩২৫৮১০৫	স্টুডিও এবং ফ্যাশন ডিজাইনের জন্য সরঞ্জাম, কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার এবং আনুষাঙ্গিক সংগ্রহ এবং সেট আপ করা এবং	এল এস	০.০০	০.০০						এল এস		৯৯.১২		৯৯.১২											

লক্ষ টাকায়

ইকো সাব কোড	ইকো সাব কোড অনুযায়ী বর্ণনা	নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								সম্ভাব্য ব্যয়															
										অর্থবছর ২০২১-২০২২								অর্থবছর ২০২২-২০২৩							
				ব্যয়								ব্যয়								ব্যয়					
		ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	ইউনিট	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য	মোট খরচ	জিওবি	ইউনিট	পরিমাণ	পিএ		নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য
						আর পিএ	ডিপিএ							আর পিএ	ডি পিএ							আর পিএ	ডিপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	আরএমজি এর জন্য উদ্ভাবন কেন্দ্র																								
৪১১২৩০৬	প্রসেস ফুডের জন্য ল্যাব এবং প্রশিক্ষণের জন্য রাসায়নিক এবং অন্যান্য	এল এস	০.০০	০.০০						এল এস		১৪.৪৮		১৪.৪৮											
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	এল এস								নং	চেয়ার, টেবিল, ফাইল ক্যাবিনেট (প্রতিটি জন্য ৪) সোফা	৮.৪০		৮.৪০											
৪১১৩৩০১	এন্টারপ্রাইজ সমাধান সফটওয়্যার সংগ্রহ	১.০০	০.০০	০.০০						নং	১.০০	১৩.৬০		১৩.৬০											
	উপ-মোট			**০.০০**								**২০৪.৮০**		**২০৩.৩০**											
	সর্বমোট (ক + খ)			**১১৪.২৫**	**৭৭.৫৫**	**৩৯.৯০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**৪৪৪.৩১**	**৮.০০**	**৪৩৪.৮১**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**৪৩৩.৬৪**	**১৫.২৫**	**৪১৮.৩৯**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের আরটিএপিপি, ২০২২

প্রকল্পের সংশোধিত টিএপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়। তম্মধ্যে কার্যক্রমসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেখানো হয়েছে। অথচ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ (আগষ্ট ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২২) অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাত্র এক মাস (জুলাই, ২০২২) কাজের সময় পাওয়া যাবে। উল্লিখিত এক মাসে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিপুল পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয় না। তাছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় যেসব কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের বাস্তবায়ন চলতি অর্থবছরে শেষ হবে না। বর্ণিতাবস্থায়, একদিকে যেমন কর্মপরিকল্পনাটি যথাযথভাবে প্রণীত হয়নি, অন্যদিকে তেমনি কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

১.১২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের সংশোধিত টিএপিপি-তে প্রকল্পটিতে পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোট ১১ টি প্যাকেজ রয়েছে যার মধ্যে পণ্যের ক্ষেত্রে ৬টি, কার্যের ক্ষেত্রে ১টি এবং সেবার ক্ষেত্রে ৪টি প্যাকেজ রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের যানবাহন ভাড়া প্রকল্পের সংশোধিত টিএপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনায় না থাকলেও উপাদানটি যেহেতু দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তাই ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় (অনুচ্ছেদ ৩.৩) যানবাহন ভাড়ার বিষয়টি পর্যালোচনায় তুলে আনা হয়েছে। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হলঃ

প্যাকেজ নং	আরটিএপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্রের জন্য আমন্ত্রণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১/০১	সরঞ্জাম স্থাপন, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম এবং স্টুডিও এর জন্য সফটওয়্যার এবং আরএমজি এর জন্য ইনোভেশন কেন্দ্র	এলএস	এলএস	ওটিএম	পিডি	টিএ (ইআইএফ)	৯.৯১	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-২/০২	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম	এলএস	এলএস	ওটিএম (এনসিটি)	পিডি	টিএ (ইআইএফ)	০.৮৪	এপ্রিল, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২
জিডি-৩/০৩	এফপি ল্যাবরেটরির জন্য সরঞ্জাম	এলএস	এলএস	ওটিএম (এনসিটি)	পিডি	টিএ(ইআইএফ)	১.৪৫	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২
জিডি- ৪/০৪	স্টেশনারিজ	এলএস	এলএস	আরএফকিউ	পিডি	টিএ (ইআইএফ)	০.৪০	জানুয়ারী, ২০২২	ফেব্রুয়ারী, ২০২২	ফেব্রুয়ারী, ২০২২

জিডি- ৫/০৫	স্টেশনারিজ	এলএস	এলএস	আরএফকিউ	পিডি	টিএ (ইআইএফ)	০.৬০	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	আগস্ট, ২০২২
জিডি- ৬/০৬	হেভি ডিউটি প্রিন্টার	নং.	১	ওটিএম (এনসিটি)	পিডি	টিএ (ইআইএফ)	১.৫০	জুন, ২০২২	জুলাই, ২০২২	জুলাই, ২০২২

প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কার্য-১/০১	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্ণিচার ফর ফিজিক্যাল/ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যা ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর আরএমজি	এলএস	এলএস	ওটিএম	পিডি	টিএ(ইআইএফ)	৭১৯৬.	জানুয়ারী, ২০২২	ফেব্রুয়ারী, ২০২২	জুন, ২০২২

প্যাকেজ নং	আরটিএপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্রের জন্য আমন্ত্রণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এসডি-০১	প্রকল্প কর্মকর্তা (স্থানীয়)	এমএম	৫২	ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগ	হোপ	টিএ (EIF)	৪.৪৩	জানুয়ারী, ২০২২	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২৩
এসডি-০২	আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ আরএমজি'র জন্য	এমএম	৬	ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগ	পিডি	টিএ (EIF)	৬.৮	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
এসডি-০৩	ব্র্যান্ডিং এবং উন্নয়নের জন্য জাতীয় অথবা জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ	এলএস	এলএস	ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগ	পিডি	টিএ (EIF)	৩.৭৫	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২
এসডি-০৪	স্থানীয় পরামর্শক	এলএস	এলএস	ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগ	পিডি	টিএ (EIF)	০.৮৪	জুন, ২০২২	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের আরটিএপিপি, ২০২২

১.১৩ প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MoV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য: -রপ্তানি নির্ভর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান	-অন্তত ৭.৫ % জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন	- বিবিএস রিপোর্ট। - WTO/EIF কান্ট্রি রিপোর্ট। - জিইডি, পিসি রিপোর্ট	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: -রপ্তানির বহুমুখীকরণ এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি	- রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ - প্রশিক্ষিত কাজের সুযোগ বৃদ্ধি	- পিডি অফিস এর অফিসিয়াল রেকর্ড - ইআরডি রিপোর্ট - আইএমইডি রিপোর্ট - বিবিএস রিপোর্ট।	- সময়মত অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয় - প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ না হওয়া।
আউটপুট: - আরএমজি সেক্টরে উচ্চ মূল্যের ফ্যাশনেবল রপ্তানি পণ্য তৈরির জন্য দক্ষ ফ্যাশন ডিজাইনার তৈরি হওয়া। -এপিআই শিল্প রপ্তানি ও দেশীয় বাজারের জন্য এপিআই তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন। -কৃষি- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন	- রপ্তানি আয় $৫৪.১ বিলিয়ন। - প্রশিক্ষিত চাকরির সুযোগের হার বৃদ্ধি। - API উৎপাদন ও রপ্তানির হার বৃদ্ধি - বেসরকারি বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি -প্রক্রিয়াজাত খাবার রপ্তানির হার বৃদ্ধি	- পিডি অফিস এর অফিসিয়াল রেকর্ড - ইআরডি রিপোর্ট - আইএমইডি রিপোর্ট - বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট।	- প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ না হওয়া। - অর্থ বরাদ্দে বাধা না আসা।
ইনপুট: - বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্প কর্মী - তহবিল - যোগ্য ফার্ম/ব্যক্তির নিয়োগ - আধুনিক প্রযুক্তির অভিযোজন - GoB এবং EIF এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক - প্রকল্পের অনুমোদিত টিএপিপি	- PIU এর কার্যকারিতা - মোট ৯৯৫.৪০ লাখ ব্যয় - সময়মত কার্যাদেশ প্রদান	- পিডি অফিসের অফিসিয়াল রেকর্ড - ইআরডি রিপোর্ট - আইএমইডি রিপোর্ট - PD অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পিসিআর	- সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ। - প্রকল্প অথরিটির সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ - টিপিপি'র সময়মত অনুমোদন।
কার্যক্রম: - আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ - প্রশিক্ষন পাঠ্যক্রম/মডিউল প্রস্তুতকরণ - নিড অ্যাসেসমেণ্ট সমীক্ষা পরিচালনা - নতুন আধুনিক প্রযুক্তির উপর বিদেশী/স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান - আরএমজি ইনস্টিটিউটের জন্য টিওটি পরিচালনা	- প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম/মডিউল বিকাশ - API এবং কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পের মূল্যায়ন প্রয়োজন - আরএমজি সেক্টরে ফ্যাশন ডিজাইনার তৈরি - ToT-এর একটি পুল তৈরি করা	- পিডি অফিস এর অফিসিয়াল রেকর্ড - ERD রিপোর্ট - IMED কর্তৃক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন - পিআইইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পিসিআর	- সময়মত অর্থ প্রবাহ। - অর্থের যথাযথ ব্যাবহার। - প্রকল্প অথরিটির সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

প্রকল্পের লগফ্রমে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে তা মুলত জাতীয় পর্যায়ের। সেগুলোর অন্যতম হলো রপ্তানিভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে গৃহীত প্রকল্পটির যে কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে তা জাতীয় পর্যায়ের উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হলেও এতে প্রকল্পের অবদান খুবই নগণ্য। বস্তুতপক্ষে আরো

বিস্তৃত পরিসরে প্রকল্প গ্রহণ্য করা সম্ভব হলে রপ্তানিভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হতো।

লগফ্রেমে আউটপুট ও ইনপুট যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, OVI এবং MOV -তে যথেষ্ট ত্রুটি রয়ছে। MOV-তে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বেশ কয়েকটি থেকে প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, লগফ্রেমের অধিকাংশ আইটেমের বিপরীতে 'ERD' এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর বেশিরভাগ আইটেমের জন্য ERD থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। আবার বেশ কিছু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান MOV-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে OVI-তেও বেশ কিছু অনাবশ্যক বিষয় উল্লিখিত রয়েছে।

তাছাড়া, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম অতি ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটি থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৪ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের টিএপিপি-তে প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তা হলোঃ

- প্রকল্পটি নির্বাচিত সেক্টর সহ বিভিন্ন সেক্টরে সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করবে;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর টেকসই দক্ষতা ও টেকসই সম্পদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করা হবে; এবং
- নীড অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি নিশ্চিত করা ও প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বিভিন্ন অংশীজনের মাঝে বিতরণ করা যাতে প্রকল্প জ্ঞান বিতরণে বিস্তৃতভাবে অবদান রাখে।

১.১৫ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ও এসডিজি'র সাথে প্রকল্পের কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা

দেশে ইতোমধ্যেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং জুলাই ২০২১ থেকে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। মুলত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ের অংশ হিসেবে এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে ৬টি মূল বিষয় উল্লেখ রয়েছে তাতে রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিসহ বাণিজ্য বহুমুখীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন, কর্মসংস্থান এবং শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। তাছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-তে যে ১৭ টি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ আছে তাতেও কর্মসংস্থান ও টেকসই প্রবৃদ্ধির বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তম্মধ্যে বাণিজ্য বহুমুখীকরণ, শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের বিষয়সমূহ অন্যতম। ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র সাথে প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করার বিষয়ে আইএমইডি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান "ট্রেইনিং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ইন্টারন্যাশনাল"-কে ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য

নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা; প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা তার মূল্যায়ন; বাস্তবায়নকালীন দুর্বলতাসমূহ শনাক্ত করে প্রকল্পটি যথাসময়ে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করা।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কার্যপরিধি

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সেসব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য, সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য ও ভৌত কার্য সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনা, মান অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis করা;
(১১) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
(১২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT analysis প্রদান;
(১৩) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও KII, FGD, স্থানীয় কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যেমে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
(১৪) প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিটি, অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য যেমন: কতটি অডিট আপত্তি ও কত টাকার ইত্যাদি);
(১৫) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
(১৬) সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
(১৭) আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

২.৪ সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্য সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারি তথ্য ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, EPB, IMED এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারি তথ্যউপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত নগণ্য সেহেতু সংখ্যাগত জরিপের ক্ষেত্রে সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের পরিবর্তে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ফার্মেসি, মাইক্রোবায়োলজি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল, কৃষি, ফুড টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন ও পাঠদানরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নের বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত জরিপ পদ্ধতির অংশ হিসেবে KII পদ্ধতিতে প্রকল্প প্রবক্তা এবং সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫ সমীক্ষা এলাকা নির্ধারণ

প্রকল্পটির অবস্থান হচ্ছে ঢাকা জেলার সাভার; গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ও গাজীপুর সদর; মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান এবং চট্রগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায়। সমীক্ষার সুবিধার্থে বর্ণিত এলাকাসমূহের পাশাপাশি ঢাকা মহানগরকে সমীক্ষা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২.৬ জরিপ পদ্ধতি

সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্য সরাসরি

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারি তথ্য ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী সংস্থা যেমন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে রপ্তানি উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

পরামর্শকগণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলিল পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেহেতু প্রকল্পটি এখনো চলমান এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফলভোগীগণ এখনো প্রকল্প থেকে পরিপূর্ণ সুফল ভোগ করা শুরু করেননি, সেহেতু সংখ্যাগত জরিপের ক্ষেত্রে সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের পরিবর্তে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ফার্মেসি, মাইক্রোবায়োলজি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল, কৃষি, ফুড টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন ও পাঠদানরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত জরিপ পদ্ধতির অংশ হিসেবে KII পদ্ধতিতে প্রকল্প প্রবক্তা এবং সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৭ সংখ্যাগত জরিপের নমুনা-সংখ্যা নির্ধারণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ফার্মেসি, মাইক্রোবায়োলজি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল, কৃষি, ফুড টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে নমুনা আকার নিম্নলিখিত ফর্মূলার[1] মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে।

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{z^2PQ}}{\mathbf{e^2}}.(\mathbf{d.eff})$$

Where,

z=1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level)

n = sample size

p = Proportion/probability of success =**0.5**

q = 1-p =**0.5**

e = allowable margin of error (5%) or precision level =**0.05**

d.eff=design effect = **1.0 considering** homogeneity of sample

উপরোক্ত মানগুলি ফর্মূলায় বসিয়ে দিলে n= 384 পাওয়া যায়। হিসাবের সুবিধার্থে n=400 ধরা হয়।

এই ৪০০ নমুনা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ফার্মেসি, মাইক্রোবায়োলজি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল, কৃষি, ফুড টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠদানরত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

[1] Cochran, W.G. (1663,1977) Sampling Techniques. Wiley, Newyork

২.৭.১ গুণগত জরিপ পদ্ধতির ব্যবহার

সমীক্ষায় গুণগত জরিপ পদ্ধতি হিসেবে 'কী ইনফরমেন্টস্ ইন্টারভিউ (KII)' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

কি ইনফরমেন্টস্ ইন্টারভিউ (KII): KII পদ্ধতিতে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী সংস্থা যেমন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭.২ উত্তরদাতা চয়ন

প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক তথ্য লাভের জন্য KII এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে:

উত্তরদাতা দপ্তর/ শ্রেণী	উত্তরদাতা
প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিকল্পনা কমিশন	প্রধান/যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	মহাপরিচালক/পরিচালক/উপপরিচালক
উন্নয়ন সহযোগী ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
বিজিএমইএ	প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি/পরিচালক
বিকেএমইএ	প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি/পরিচালক
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ	প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি/পরিচালক
বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন	প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি/পরিচালক
বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এসোসিয়েশন	প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি/পরিচালক
অন্যান্য স্টেকহোল্ডার	রপ্তানি প্রক্রিয়ায় জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশন

২.৮ প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রকল্পের সার্বিক ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রার হালনাগাদ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি বা দুর্বলতাসমূহ পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিকল্পনা কমিশনের অথবা উন্নয়ন সহযোগীর দিক নির্দেশনার কোন ব্যত্যয় হয়েছে কিনা সেটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৯ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের শুরু হতে এপর্যন্ত যেসব কাজের টেন্ডার করা হয়েছে (চলমান কাজ ও সমাপ্ত কাজ) সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য যেমন- টেন্ডার প্রদানের তারিখ, প্রদত্ত সময়সীমার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি কতটুকু অর্জিত হয়েছে, নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ, কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ইত্যাদি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয় হতে এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও সারণী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণসহ ঠিকাদারের ভূমিকা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.১০ কেস স্টাডি

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য বিশদ বিশ্লেষণ করে ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.১১ ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের মালামাল (Goods) এবং কার্য (Works) সেবা (Service) ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোতে ক্রয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড দেখা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দপ্তর থেকে যেসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংরক্ষিত ছিল কিনা তা দেখা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা টিএপিপি/আরটিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় করা হচ্ছে কিনা, প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে করা হয়েছে কিনা, কোন ক্রয় প্যাকেজ সংশোধন করা হয়েছে কিনা, ভ্যারিয়েশন হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১২ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ

প্রকল্প পরিচলাকের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে। আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নজনিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা উত্তরণের বিষয়ে পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১৩ মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠকর্মী এবং সুপারভাইজার নিয়োগের পর তাঁদের জন্য ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়। পরামর্শকগণ মাঠকর্মী এবং সুপারভাইজারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। উক্ত কর্মসূচিতে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলঃ

- প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপদ্ধতি;
- উত্তর সংগ্রহের ছক ও গাইডলাইন;
- উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস;
- উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল; এবং
- উত্তর লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি।

২.১৪ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রণয়ন প্রশ্নপত্র

সমীক্ষার উদ্দেশ্য, কার্য-পরিধি অনুযায়ী প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতির আলোকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টসমূহ টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

২.১৫ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

কর্মপরিকল্পনায় যে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে, সে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির সবল (Strength) ও দুর্বলদিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) সমূহ শনাক্ত করে বর্তমানে তার সমাধান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশক (Indicator) অনুযায়ী প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক এবং সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১৬ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহ চলাকালীন সময়ে পরামর্শকদল কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৩৮ জন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অংশীজন, সুবিধাভোগী কমিউনিটির প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় আইএমইডি ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বাস্তবায়নজনিত বিষয়গুলোর অনুসন্ধান করা হয়েছে:

- প্রকল্পের লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত অর্জন কতটুকু;
- প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা;
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্যর আলোকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা; এবং
- সমস্যা সমাধানের উপায়।

২.১৭ সমীক্ষার বিশ্লেষণগত কাঠামো

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্দিষ্টকৃত নির্দেশকমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের স্তরবিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে যথাযথ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয় পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক পরিকল্পনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণী ৩.১ প্রকল্পের আর্থিক পরিকল্পনা **(লক্ষ টাকা)**

অর্থবছর	মূল টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
২০১৮-১৯	৪৫.৪২	৪৫.৪২		২৫.৬	৪৫.৪২
২০১৯-২০	৫২৯.৭৬	৩১.৭২	৭৯.৮	৭৯.৮	৩১.৭২
২০২০-২১	১৮৬.২০	১৭.৩৫	৭৯.৮	০.০০	১৭.৩০
২০২১-২২		৪৫৭.৮৮	১৯২.০০ (৭.০০)	১০৭.৯৭ (৭.০০)	১১৭.৪৪ (ইন কাইন্ড জি ও বি ১৩.৫৭ লক্ষ সহ)
২০২২-২৩		৬৮৪.০০ (১৫.০০)	-	-	-
মোট	**৯৯৫.৪০**	**৯৯৫.৪০**			**২১১.৮৮**

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর

প্রকল্প ব্যয় মূল টিএপিপি'র বার্ষিক ব্যয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা সম্ভব হয়নি। নানাবিধ সমস্যার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি অর্জনের যে অভিক্ষিপ্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। অগ্রগতি মন্থর থাকায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা সংশোধন করতে হয়েছে এবং প্রকৃত ব্যয় মূল টিএপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেকাংশে কম হয়েছে। প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধনের সময় প্রকৃত ব্যয়ের সাথে মিল রেখে আরটিএপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত সারণী থেকে দেখা যায় যে, সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ এই ৪ টি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯.৭২ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৯৭.৬ শতাংশ।। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৪৪ লক্ষ টাকা যা চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের (১.৯২ কোটি টাকার) ৬১ শতাংশ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২১১.৮৮ লক্ষ টাকা যা জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২১.২ শতাংশ। এই পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের গতি অত্যন্ত মন্থর।

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির অবস্থা

সারণী ৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির অবস্থা

অর্থনৈতিক কোড	নতুন অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড ওয়াইজ আইটেম কোড বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের খাতসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
						বাস্তব %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
		(ক) রাজস্ব উপাদান						
৪৬০১	৩১১১১০১	এনআইইউ অফিসিয়ালস	এমএম	৫২	৫৮.৮	৯৭.৯	৫৭.৫৭	প্রকল্পের শুরুর থেকেই এই অংগের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অবদান (in kind) যা সরকারি কর্মচারিদের বেতনের মাধ্যমে অর্থায়ন করা । তবে প্রকল্পের আরপিএ'র অর্থে বিভিন্ন পদে চার জন জনবল নিয়োগ করা হয় নাই, আগামি অর্থ বছরে শুরুতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার প্রক্রিয়া চলমান আছে। এই লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৫০১	৩১১১২০১	ন্যাশনাল প্রজেক্ট স্টাফ	এমএম	৫২	৪০.৪৩	০%	০.০০	
৪৮৭৪	৩২৫৭১০১	স্থানীয় পরামর্শক	এলএস	এলএস	৮.৪০	০%	০.০০	এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৭৪	৩২৫৭১০১	ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ফর আরএমজি	এমএম	৬	৬৮.০৪	০%	০.০০	এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। ইনোভেশন সেন্টারের কার্যক্রম সমাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৪২	৩২৩১২০১	লোকাল টিওটি ফর আরএমজি	নং	১	৪.২	০%	০.০০	এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। ইনোভেশন সেন্টারের কার্যক্রম সমাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৪২	৩২৩১১০১	ফরেন টিওটি ফর আরএমজি	নং	১	২১.০০	০%	০.০০	এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। ইনোভেশন সেন্টারের কার্যক্রম সমাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৯০	৩২৫৭৩০১	লঞ্চিং সিরিমনি, ফেশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেশন সেন্টার	নং	১	৩.৩৬	০%	০.০০	এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। ইনোভেশন সেন্টারের কার্যক্রম সমাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৪২	৩২৩১২০১	কনডাক্টিং ট্রেনিং ফর আরএমজি ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারস এন্ড ডিজাইনারস	নং	১০	৫০.৪০	০%	০.০০	জুলাই ২০২২ এর শেষে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৪২	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/শিক্ষার খরচ, আরএমজি এর কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট	নং	২	৬.৭২	০%	০.০০	এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। ইনোভেশন সেন্টারের কার্যক্রম সমাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৭৪	৩২৫৭১০১	ন্যাশনাল এক্সপার্ট ফর ব্র্যান্ডিং এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, আরএমজি	এলএস	এলএস	৩৭.৪৯	০%	০.০০	ন্যাশনাল এক্সপার্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে ইতোঃমধ্যে টিওআর প্রস্তুত করা হয়েছে। ইওআই শীগ্রই আহ্বান করা হবে।
৪৮৪২	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিট ফর পিএফ	নং	১	২৯.০০	১০০%	২৯.০০	
							২.২৮	

অর্থনৈতিক কোড	নতুন অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড ওয়াইজ আইটেম কোড বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের খাতসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
						বাস্তব %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
							১২.৭৩	ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে ১৩-০৬-২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষর হয়েছে। ইতিমধ্যে চার টি প্রশিক্ষণ হয়েছে।
৪৮৪২	৩২৩১২০১	কৃষি নেগোটিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	নং	২০	৮৪.০০	১৮.৫৭%	১৫.৬০	পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য BFTI এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে চার টি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৮৪২	৩২১১১১১	অ্যাডভোকেসি ইভেন্ট (ওয়ার্কশপ/সেমিনার আপস্কেল পিএফ	নং	২	৪.২	০%	০.০০	এখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি ।
৪৮৪২	৩২১১১১১	স্বতন্ত্র ১৫টি এসএমই এর জন্য অ্যাডভোকেসি ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স/সেমিনার (টেইলরমেড সাপোর্ট)	নং	১৫	১৬.৮০	০%	০.০০	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে দেওয়া হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়।
৪৮৪২	৩২৩১১০১	ফরেন এক্সপোজার ভিজিট ফর এপিআই	নং	১	২১.০০	০%	০.০০	উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রশিক্ষণ হওয়ার পর আয়োজন করা হবে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়।
৪৮৪২	৩২১১২০১	এপিআই-এর জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ	নং	১০	৪২.০০	৩৩.৩%	৪.৫৭	অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অচিরেই আরম্ভ করা হবে মর্মে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮৪২	৩২১১১১১	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/লার্নিং কস্ট ফর এপিআই (টিওটি)	নং	২	১২.৬	০%	০.০০	এখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
৪৮০১	৩২৪২১০১	ভ্রমণ এবং মিশন	এলএস	এলএস	১৫.৫৪	১৬%	২.৫	পরবর্তীতে মিশন আসলে ব্যয় করা হবে।
৪৮৮৩	৩১১১৩৩২	মিটিং কস্ট: স্পেসিফিকেশন, টেন্ডার ওপেন, ইভ্যালুয়েশন, এনআইইউ, পিআইসি, পিএসসি ইত্যাদি।	নং	৩০	১০.০০	১৬.৫ %	০.০০	
৪৮৩৩	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	এলএস	এলএস	২.৭২	৩৬ %	১.০০	
৪৮৩২	৩২১১১২৬	অডিও/ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	এলএস	এলএস	৩.০০	০%	০.০০	
৪৮৩৫	৩২১১১২৮	বই এবং সাময়িকী, প্রকাশনা	এলএস	এলএস	১.০০	০%	০.০০	প্রকল্পের শেষে কিছু প্রকাশনার সুযোগ রয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।
৪৮২৮	৩২৫৫১০৫	মনিহারি	এলএস	এলএস	৬.০০	০%	০.০০	
৪৮৯৩	৩২১১১০৭	ভেহিক্যাল হায়ারিং	নং	১	৪২.০০	৫১.৫ %	২১.৬৫	চলমান রয়েছে।
৪৮৮৯	৩২২১১০১	অডিট	এলএস	এলএস	১২.৬০	০%	০.০০	
০	৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	এলএস	এলএস	১.০০			
০	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	এলএস	এলএস	১.০০	০%	০.০০	প্রকল্পের আওতায় কোন জনবল নিয়োগ হয়নি বিধায় অফিস এখনো ভাড়া নেয়া হয়নি। তাই আনুষঙ্গিক ব্যয় যেমন ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/
০	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	এলএস	এলএস	২.৫	০%	০.০০	

অর্থনৈতিক কোড	নতুন অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড ওয়াইজ আইটেম কোড বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	মোট ব্যয়	জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের খাতসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
						বাস্তব %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
০	৩২৫২১০৮	স্যানিটেশন সামগ্রী	এলএস	এলএস	০.৫০	০%	০.০০	টেলেক্স, আপ্যায়ন ভাতা,স্যানিটেশন সামগ্রী, মেইন্টেন্যান্স; কম্পিউটার, ডাক এবং কুরিয়া্র, সাপোর্ট স্টাফ বিবিধ, বিদ্যুৎ,অফিস ভাড়া ইত্যাদি খাতে এখনো কোন ব্যয় হয়নি।
০	৩২৫৮১০৩	মেইন্টেন্যান্স; কম্পিউটার	এলএস	এলএস	০.৭৫	০%	০.০০	
০	৩২১১১১৯	ডাক এবং কুরিয়ার	এলএস	এলএস	০.৫০	০%	০.০০	
০	৩১১১২০২	সাপোর্ট স্টাফ	এলএস	এলএস	০.৭৫	০%	০.০০	
০	৩৯১১১১১	বিবিধ	এলএস	এলএস	৫.৫০	০%	০.০০	
৪৮২১	৩৯১১১১৩	বিদ্যুৎ	এলএস	এলএস	২.০০	০%	০.০০	
৪৮০৬	৩২১১১২৯	অফিস ভাড়া	এলএস	এলএস	৮.০০	০%	০.০০	
		উপ-মোট (ক)			**৭৯০.৬০**	**-**	**১৪৬.৯**	
		খ) মূলধন উপাদান						
০	৪১১২২০২	হেভি ডিউটি প্রিন্টার	নং	১	১.৫০	০%	০.০০	
৬৮১৫	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র এবং ইক্যুইপমেন্ট	এলএস	এলএস	৮.৪০	০%	০.০০	প্রকল্পের আওতায় কোন জনবল নিয়োগ হয়নি বিধায় অফিস এখনো ভাড়া নেয়া হয়নি। অফিস ভাড়া হলে আসবাব ক্রয় করা হবে।
৪৯০৬	৪১১২৩১৪	প্রকিউরমেন্ট অফ ফার্ণিচার ফর ফিজিক্যাল/ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যা ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর আরএমজি	এলএস	এলএস	৬৭.৭	১০০%	৬৪.৯৮	Innovation center স্থাপন করা হয়েছে ।
৪৮৮৮	৪১১২২০২	প্রকিউর এন্ড সেটিং আপ অফ ইক্যুইপমেন্ট, কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার এন্ড এক্সেসরিজ ফর স্টুডিও এবং ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেটিং সেন্টার ফর আরএমজি	এলএস	এলএস	৯৯.১২	০%	০.০০	১২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে পত্রিকায় টেন্ডার প্রচার করা হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট তারিখে কোন দরদাতা দরপত্র দাখিল না করায় ০৯ মে ২০২২ তারিখে পুনরায় টেন্ডার আহবান করা হয়।
৪৯১৬	৪১১২৩০৬	প্রকিউর কেমিক্যালস এন্ড আদার্স ফর ল্যাব এন্ড ট্রেনিং ফর প্রসেস ফুড	এলএস	এলএস	১৪.৪৮	০%	০.০০	
০	৪১১৩৩০১	প্রকিউরমেন্ট অফ এন্টারপ্রাইজ সলুয়েশন সফটওয়্যার	এলএস	এলএস	১৩.৬	০%	০.০০	Tier-I এর আওতায় একটি সলিউশন সফটওয়্যার ক্রয় বিল বকেয়া থাকায় তা পরিশোধের সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু এখনো তা পরিশোধ করা হয়নি।
		উপ-মোট (খ) এর :			**২০৪.৮০**	**-**	**-**	
		সর্বমোট (ক + খ) এর :			**৯৯৫.৪০**	**-**	**২১১.৮৮**	

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৯৯৫.৪০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১০০.৮০ লক্ষ (৫৮.৮০ লক্ষ টাকা ইন-কাইন্ডসহ) এবং প্রকল্প সহায়তা ৮৯৪.৬০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২১১.৮৮ লক্ষ টাকা মাত্র। ভৌত অগ্রগতি ২১.২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২১.২ %। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল কারিগরি কার্যক্রমসমূহের ১৭টির মধ্যে ১১টি (সারণী-৩.২) কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। প্রকল্পের অগ্রগতির এই মন্থর অবস্থার কারণ অনুচ্ছেদ ৩.১৩ তে বর্ণিত হয়েছে। প্রকল্পের মোট কার্যক্রমের মধ্যে অগ্রগতি হয়েছে এমন কয়েকটি খাতের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

১) Processed Food (PF) এর জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভিজিট এর জন্য বরাদ্দ ২৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৯.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

২) এপিআই এর জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ১০টি প্রশিক্ষণের জন্য ৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হলেও ৩টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যয় হয়েছে ৪.৫৭ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১১%।

৩) যানবাহন ভাড়া বাবদ ৪২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২১.৬৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৫১.৫%।

৪) ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর আরএমজি এর ক্ষেত্রে ৬৭.৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৬%।

প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প কাজে সহায়তা করার জন্য প্রকল্পের সংশোধিত টিএপিপি-তে একজন স্থানীয় পরামর্শকের সংস্থান রাখা হলেও তার নিয়োগ এখনো সম্পন্ন হয়নি। আগস্ট ২০১৮ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত তিন বছর দশ মাসে প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ২১১.৮৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ২১.২৮%। এমতাবস্থায় অনুমোদিত মেয়াদ অর্থাৎ জুলাই ২০২২ এর মধ্যে মাত্র ১.৫ মাসে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এতে করে প্রকল্পটি থেকে জনসাধারণের কাঙ্খিত সুবিধা প্রাপ্তিতেও বিলম্ব হচ্ছে।

৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পটির আরটিএপিপি-তে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ৯.৯৫৪ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ১.০০৮কোটি টাকা, এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮.৯৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরুতেই প্রকল্প এবং সরকারের ব্যয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ও EIF এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। MoU অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যাবতীয় পণ্য, কার্য ও সেবা পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগৃহীত হবে।

প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে OTM পদ্ধতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। নিম্নে ২টি ক্রয় প্রক্রিয়ার উপর কেস স্টাডি দেয়া হলঃ

যানবাহন ভাড়া

ক্রমিক নং	চুক্তির নাম	দরপত্র আহবান	দরপত্র প্রক্রিয়া	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		
					প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)
১	যানবাহন ভাড়া	১০ জানুয়ারি ২০১৯	ওটিএম	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	৪২.০০	৩৪.৮৮

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিওটিও সেল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)" এর আওতায় ওটিএম পদ্ধতিতে যানবাহন সরবরাহকারী নিয়োগের লক্ষ্যে ১০-০১-২০১৯ তারিখে একটি বাংলা দৈনিক এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। পত্রিকাসমূহ হলো দৈনিক যুগান্তর ও দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। এছাড়া, দরপত্রটি সিপিটিইউ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। দরপত্রের শেষ তারিখ, অর্থাৎ ২৯-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩টি শিডিউল বিক্রি হয়। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে ৩ জন সদস্য ছিলেন যারা সকলেই দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত ছিলেন। ৩১-০১-২০১৯ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটির সভায় ২টি দরপত্র রেস্পন্সিভ হয়। রেস্পন্সিভ বিবেচিত প্রতিষ্ঠান দু'টির ভাড়ায় ড্রাইভারসহ একটি মাইক্রোবাস মাসিক ও ৩৬ মাসের জন্য দাখিলকৃত দরসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	দাখিলকৃত মাসিক দর	৩৬ মাসের জন্য দাখিলকৃত দর	মন্তব্য
১	মানিক রেন্ট-এ-কার	১,০৪,৫৫০	৩৭,৬৩,৮০০	২য় সর্বনিম্ন দরদাতা
২	তানিশা রেন্ট-এ-কার	৯৬,৯০০	৩৪,৮৮,৪০০	১ম সর্বনিম্ন দরদাতা

দরপত্র মূল্যায়নের সময় কমিটির ৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভা নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই বাছাই কালে প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল তা Authentication করা হয়। যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শেষে ১০-০২-২০১৯ তারিখে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা তানিশা রেন্ট-এ-কার কে কার্যাদেশ দেয়া হয় এবং ২০-০২-২০১৯ তারিখে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে নিম্নমূল্যে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ফ্যাশন ডিজাইন এবং ইনোভেশন কেন্দ্রের ভৌত/ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট এর জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ

ক্রমিক নং	চুক্তি প্যাকেজ নং	চুক্তির নাম	দরপত্র আহবান		চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ		(লক্ষ টাকায়)	
			নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	নির্দেশক তারিখ	প্রকৃত তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তি মূল্য
১	কার্য-১/০১	ফ্যাশন ডিজাইন এবং ইনোভেশন কেন্দ্রের ভৌত/ ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট এর জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ	জানুয়ারি ২০২২	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	১৯ এপ্রিল ২০২২	জুন, ২০২২	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	৭০.৬৫	৬৪.৯৮

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর ডব্লিওএটিও সেল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)" এর আওতায় ওটিএম পদ্ধতিতে ফ্যাশন ডিজাইন এবং ইনোভেশন কেন্দ্রের ভৌত/ ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট এর জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৯-০২-২০২২ তারিখে একটি বাংলা দৈনিক এবং একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। পত্রিকাসমূহ হলো: দৈনিক যুগান্তর ও দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। এছাড়াও দরপত্রটি সিপিটিইউ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ অর্থাৎ ১৩-০৩-২০২২ তারিখে মোট ৩টি শিডিউল বিক্রি হয়। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে ৩ জন সদস্য ছিলেন যাঁরা সকলেই দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় উপস্থিত ছিলেন। ০৫-০৪-২০২২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রথম সভা

অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটির সভায় ২টি দরপত্র রেস্পন্সিভ হয়। ১২-০৪-২০২২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রেস্পন্সিভ বিবেচিত প্রতিষ্ঠান দু'টির দাখিলকৃত দরসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	দাখিলকৃত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	দাখিলকৃত দর	মন্তব্য
১	স্টেপ মিডিয়া লিমিটেড	হ্যাঁ	৬৪.৯৮ লক্ষ	১ম সর্বনিম্ন দরদাতা
২	ট্রেন্ডি কন্সট্রাকসন	হ্যাঁ	৭২.১৫ লক্ষ	২য় সর্বনিম্ন দরদাতা

দরপত্র মূল্যায়নের সময় কমিটির ৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভা নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই বাছাই কালে প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল তা Authentication করা হয়। যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শেষে ২০-০৪-২০২২ তারিখে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা স্টেপ মিডিয়া লিমিটেডকে কার্যাদেশ দেয়া হয় এবং ১৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে নিম্নমূল্যে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩.৪ প্রকল্পের PIC এবং PSC কমিটির সভার পর্যালোচনা

পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ৩ মাস অন্তর PSC এবং PIC এর সভা অনুষ্ঠানের বিধান থাকলেও প্রকল্পের মূল টিএপিপিতে কোন PIC অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং PSC এর সভা ৬ মাস পর পর অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়। প্রকল্পের টিএপিপি ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ সংশোধিত হয় এবং সংশোধিত টিএপিপি-তে PIC অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মে ২০২২ পর্যন্ত এ দু'টি কমিটির মধ্যে মাত্র ১ বার PIC এবং ২ বার PSC'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মে ২০২২ এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি করে PSC এবং PIC এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। PIC এবং PSC এর সভা প্রকল্প পরীবীক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। PIC এবং PSC এর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলে তা প্রকল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে এবং প্রকল্পের সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপযুক্ত সমাধান দ্রুত পাওয়া যায়। বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে PSC এবং PIC এর সভা যথাসময়ের অনুষ্ঠিত হলে প্রকল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যেত এবং তা প্রকল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করত।

তাছাড়া, আইএমইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়নি।

৩.৫ অডিট পর্যালোচনা

বিদেশি ঋণ বা সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পগুলো নিরীক্ষার জন্য সরকারের Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) প্রকল্পগুলো নিরীক্ষা করে সরকারকে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পে EIF এর সাথে সম্পাদিত MoU অনুযায়ী EIF এরও প্রকল্পে একাধিক নিরীক্ষা করার কথা রয়েছে যার জন্য প্রকল্পে ১২.৬০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে এপর্যন্ত FAPAD ও EIF কোন সংস্থাই অডিট সম্পাদন করেনি। প্রকল্পের অগ্রগতি সীমিত হওয়ায় এবং করোনা অতিমারীর জন্য এই কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্প দপ্তর স্বউদ্যোগী হয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

৩.৬ প্রকল্পের লগ ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

লগ ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুট	প্রকল্পের অর্জন
উদ্দেশ্য -রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ - প্রশিক্ষিত কাজের সুযোগ বৃদ্ধি	প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত। উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মত বিশদ কার্যক্রম উক্ত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত সীমিত স্কোপ অব ওয়ার্ক দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

লগ ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুট	প্রকল্পের অর্জন
আউটপুট - রপ্তানি আয় $৫৪.১ বিলিয়ন	প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পর উক্ত অউটপুট আংশিক অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রশিক্ষিত চাকুরির সুযোগের হার বৃদ্ধি।	প্রশিক্ষিত চাকুরির সুযোগের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেই।
API রপ্তানির হার বৃদ্ধি	API রপ্তানির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। ইতোঃমধ্যে API প্রস্তুতের বিষয়ে ১০টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের মধ্যে API প্রস্তুতের বিষয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষণ শতভাগ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও তার অগ্রগতি মাত্র ৩৩.৩%।
বেসরকারি বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি	প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পর উক্ত অউটপুট আংশিক অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রক্রিয়াজাত খাবার রপ্তানির হার	প্রক্রিয়াজাত খাবার এর জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভিজিট এর জন্য বরাদ্দ ২৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৯.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রক্রিয়াজাত খাবারের ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি অত্যন্ত নগণ্য।

৩.৭ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে মতামত

প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। প্রকল্প শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক পদে/একাধিক প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ / না	প্রকল্প সংখ্যা
মোঃ কামাল হোসেন	মহাপরিচালক, ডব্লিউটিও সেল এবং অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আগস্ট ২০১৮ থেকে ০৬-০১-২০১৯	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	
মোঃ মুনীর চৌধুরী	যুগ্মসচিব, ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৭-০১-২০১৯ থেকে ১০-০৬-২০২০	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	
হাফিজুর রহমান	মহাপরিচালক, ডব্লিউটিও সেল এবং অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১১-০৬-২০২০ থেকে ২৪-০২-২০২১	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী	পরিচালক, ডব্লিউটিও সেল এবং উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৫-০২-২০২১ থেকে ১৮-০৭-২০২১	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	
মোঃ খলিলুর রহমান	পরিচালক, ডব্লিউটিও সেল এবং উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯-০৭-২০২১ থেকে ১৭-১০-২০২১	অতিরিক্ত	হ্যাঁ	
মোঃ ইলিয়াস মিয়া	পরিচালক, ডব্লিউটিও সেল এবং উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৮-১০-২০২১ থেকে অদ্যবধি	অতিরিক্ত		

উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কোন প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্পে দায়িত্বকাল সর্বোচ্চ ১০ মাস এবং সর্বনিম্ন ৩ মাস।

৩.৮ প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিএপিপি-তে প্রকল্প পরিচালকসহ মোট পাঁচ জন জনবলের সংস্থান রাখা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালক ছাড়া অবশিষ্ট ৪ জন হলো প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্রকল্প হিসাবরক্ষক, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, অফিস সহকারি। উক্ত ৪ জন আউটসোর্স পদ্ধতিতে নিয়োগের কথা ছিল। ৪ জন সহায়ক স্টাফ নিয়োগ এখন পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার পর অর্থ মন্ত্রণালয় জারিকৃত একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয় যে, এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক। যার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায়। প্রকল্প দপ্তর এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য আবেদন করলেও তা এখনো অনুমোদিত হয়নি। ফলে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। টিএপিপি সংশোধনের সময় আরো ১ জন স্থানীয় পরামর্শক প্রকল্প কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তার নিয়োগ হয়নি। সারণী ৩.৩ এ প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল ও তার বিপরীতে জনবলের বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলোঃ

সারণী ৩.৩ প্রকল্পে অনুমোদিত জনবল ও প্রকৃত জনবলের বর্তমান অবস্থার তুলনা

ক্র নং	জনবলের পদবি	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকৃত জনবলের সংখ্যা
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১
২	প্রকল্প বাবস্থাপক	১	০
৩	প্রকল্প হিসাবরক্ষক	১	০
৪	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	১	০
৫	অফিস সহকারী	১	০
৬	স্থানীয় পরামর্শক	১	০
	মোট	৬	১

প্রকল্পের অনুমোদিত ৬ জন জনবলের মধ্যে মাত্র ১ জন জনবল নিয়ে প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্থর হওয়ার অন্যতম কারণ।

৩.৯ মাঠ পর্যায়ের জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ

৩.৯.১ সংখ্যাগত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ

সংখ্যাগত জরিপের ক্ষেত্রে সুফলভোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের পরিবর্তে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ফার্মেসি, মাইক্রোবায়োলজি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল, কৃষি, ফুড টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন ও পাঠদানরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নের বিষয়ে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৯.১.১ ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের বিষয় ও শিক্ষাবর্ষ

উত্তরদাতার অধ্যায়ন/পাঠদানের বিষয় ও শিক্ষাবর্ষ প্রশ্নের আলোকে দেখা যায় যে, ফার্মেসি বিভাগের মাইক্রোবায়োলজী বিষয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি যা সর্বমোট ৪২%। এর মধ্যে ১ম-৩য় বর্ষে ও ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী ছিল যথাক্রমে ৩১% ও ৯%, অপরদিকে স্নাতক সম্পন্ন করেছে ২%। টেক্সটাইল বিভাগের ফ্যাশন ডিজাইনিং অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল ৩৮%, এর মধ্যে ১ম-৩য় বর্ষে ও ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী

ছিল যথাক্রমে ২৯% ও ৯%, এখানে কোনো স্নাতক সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী ছিল না। উল্লেখ্য যে, স্নাতক সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি ছিল কৃষি বিভাগের ফুড টেকনোলজী বিষয়ে যা ৫%। এখানে ১ম-৩য় বর্ষে ও ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী ছিল যথাক্রমে ১২% ও ৩%।

সারণী ৩.৪ ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের বিষয় ও শিক্ষাবর্ষ

অধ্যায়ন/বিষয়	১ম-৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	স্নাতক সমাপ্ত	স্নাতকোত্তর সমাপ্ত	পিএইচডি সমাপ্ত	সর্বমোট
কৃষি/ফুড টেকনোলজী	১২%	৩%	৫%	০%	০%	২০%
টেক্সটাইল/ফ্যাশন ডিজাইনিং	২৯%	৯%	০%	০%	০%	৩৮%
ফার্মেসি/মাইক্রোবায়োলজী	৩১%	৯%	২%	০%	০%	৪২%
সর্বমোট	৭২%	২১%	৭%	০%	০%	১০০%

৩.৯.১.২ রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে অবগতি

রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা প্রশ্নের জবাবে পাওয়া যায় যে, রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে অবগত আছেন ৬৭.৯১% উত্তরদাতা এবং অবগত নেই ৩২.০৯% উত্তরদাতা।

সারণী ৩.৫ রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে অবগতি

রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে অবগত আছেন	(%) উত্তরদাতাদের
না	৩২.০৯%
হ্যাঁ	৬৭.৯১%
সর্বমোট	**১০০.০০%**

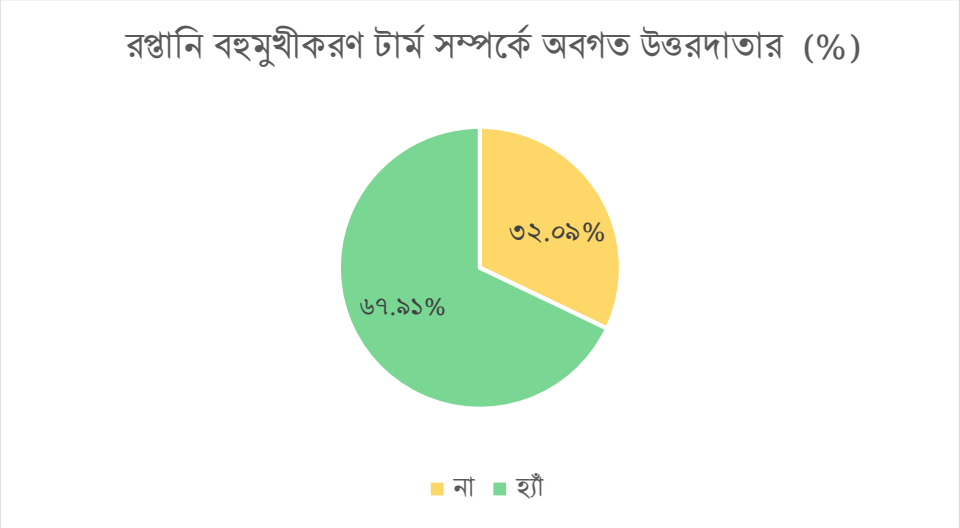

চিত্র-২ রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম

৩.৯.১.৩ রপ্তানিযোগ্য পণ্যসমূহ

রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলো কি কি এই প্রশ্নের জবাবে গার্মেন্টস পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, চা, ফলমূল, ঔষুধ ইত্যাদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য সম্পর্কে উত্তর পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৯৮% গার্মেন্টস পণ্যের রপ্তানির পক্ষে মত দেন এবং সবচেয়ে কম মত দেন ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (সাইকেল, মেশিন, স্টীল ইত্যাদি) যা মাত্র ২৩%।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলো সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত নিম্নে দেখে নেয়া যেতে পারে:

সারণী ৩.৬ রপ্তানিযোগ্য পণ্য

রপ্তানি যোগ্য পণ্যের নাম (একাধিক উত্তর)	(%) উত্তরদাতা
গার্মেন্টস পণ্য	৯৮%
হিমায়িত খাদ্য ও মাছ	৭৬%
পাটজাত দ্রব্য	৮৮%
সবজি	৩৮%
ফলমূল	৩৮%
চা	৭৬%
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৮৪%
ঔষধ	৬৮%
ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ,বাইসাইকেল, মেশিন, স্টীল ইত্যাদি	২৩%

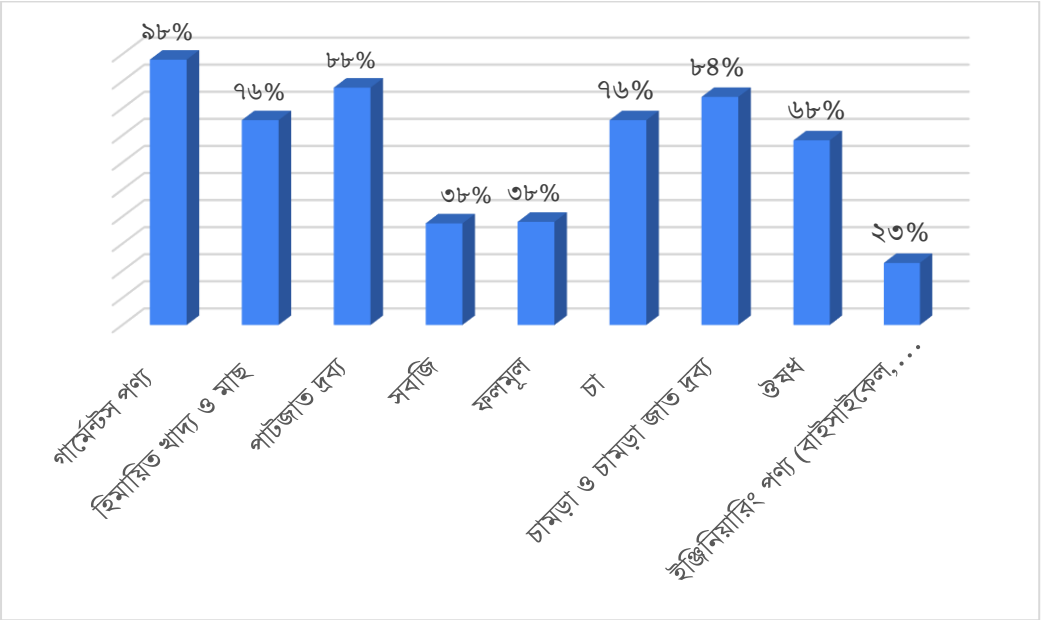

চিত্র-৩ রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নাম

৩.৯.১.৪ পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব

পণ্য রপ্তানি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিনা এই প্রশ্নের জবাবে ৯৯% উত্তরদাতা মনে করে পণ্য রপ্তানি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সারণী ৩.৭ পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব

পণ্য রপ্তানি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ	(%) উত্তরদাতা
জানিনা	০%
না	১%
হ্যাঁ	৯৯%

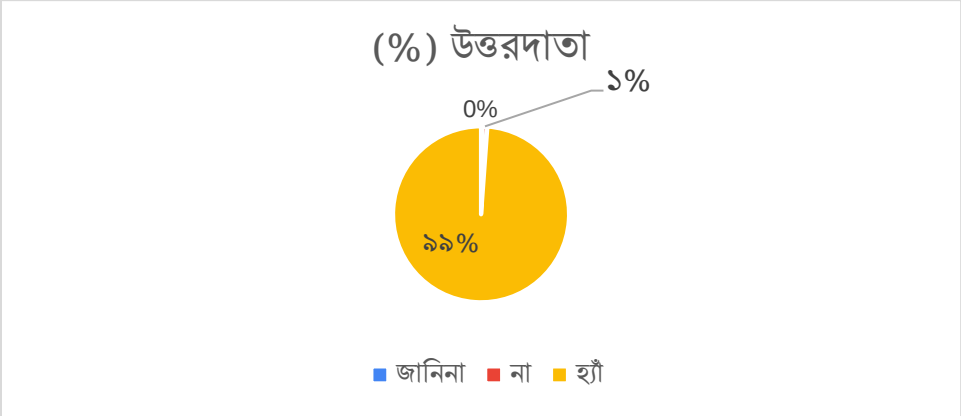

চিত্র-৪ পণ্য রপ্তানির গুরুত্ব সম্পর্কে মতামত

৩.৯.১.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে বলে মনে করেন কি এই প্রশ্নের জবাবে ৯৭% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। ৮০% উত্তরদাতা কর্মসংস্থান তৈরী এবং ৭৪% উত্তরদাতা দারিদ্র দূরীকরণ হবে বলে মনে করেন।

সারণী ৩.৮ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে রপ্তানিতে কীভাবে লাভবান/সুবিধার উপায় (একাধিক উত্তর)	(%)) উত্তরদাতা
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৯৭%
কর্মসংস্থান তৈরি	৮০%
দারিদ্র্য দূরীকরণ	৭৪%

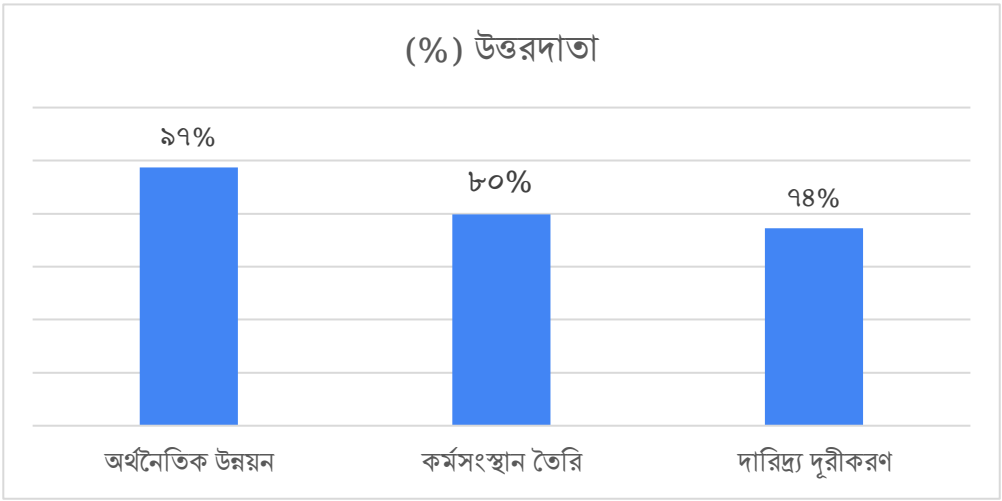

চিত্র-৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ

৩.৯.১.৬ রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ

রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ কি এই প্রশ্নের আলোকে দেখা যায়, ৮১% উত্তরদাতা রপ্তানি বহুমুখীকরণে দক্ষ জনবলের অভাব আছে বলে মনে করেন। উদ্যোক্তাদের মূলধনের অভাব মনে করেন ৭৬%, উন্নত প্রযুক্তির অভাব মনে করেন ৭২%, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব মনে করেন ৬৫%, প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব মনে করেন ৫৪% উত্তরদাতা।

সারণী ৩.৯ রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ

রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ (একাধিক উত্তর)	(%) উত্তরদাতা
পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব	৬৫%
উদ্যোক্তাদের মূলধনের অভাব	৭৬%
দক্ষ জনবলের অভাব	৮১%
প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব	৫৪%
উন্নত প্রযুক্তির অভাব	৭২%

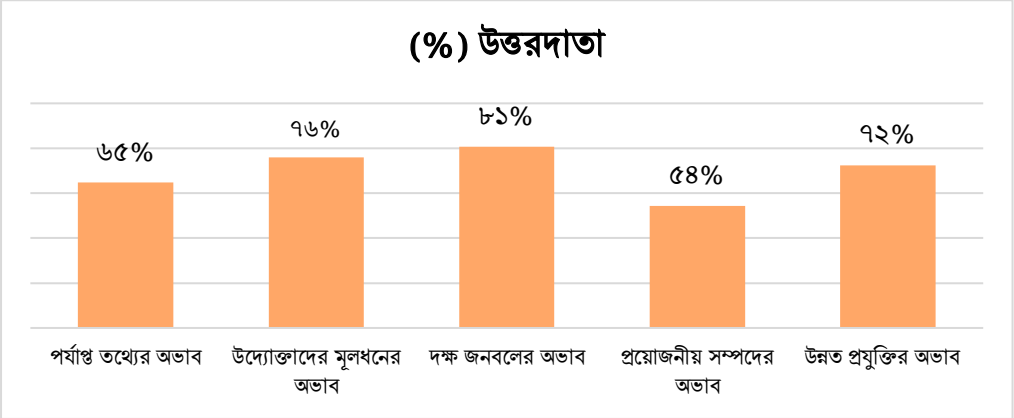

চিত্র-৬ রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধা

৩.৯.১.৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান

বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পাঠদান করা হয় তা রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কিনা এই প্রশ্নে হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেছেন ৪২% উত্তরদাতা, না সূচক মন্তব্য করেন ৪৯% উত্তরদাতা এবং জানেন না মন্তব্য করেছেন ৯% উত্তরদাতা।

সারণী ৩.১০ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান

বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পাঠদান করা হয় তা রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কিনা	(%) উত্তরদাতা
জানিনা	৯%
না	৪৯%
হ্যাঁ	৪২%
	১০০%

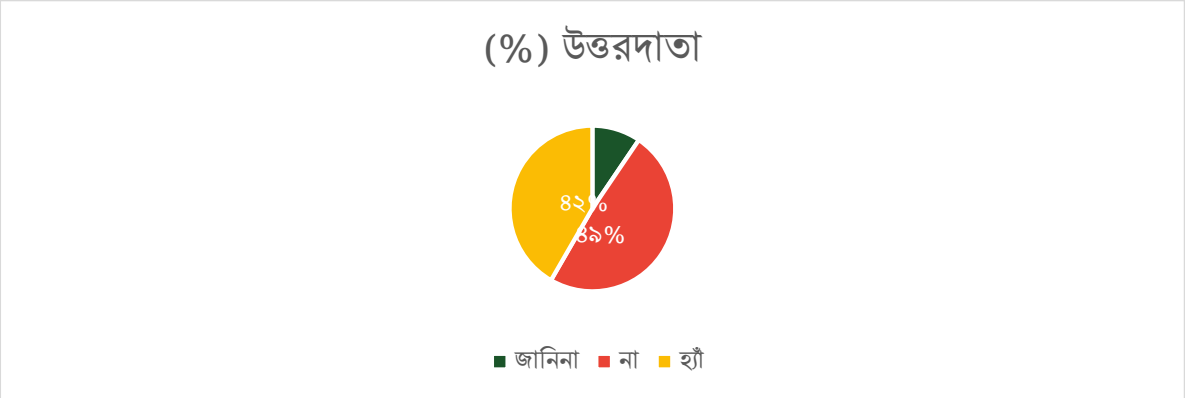

চিত্র-৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানরতদের উত্তর

৩.৯.১.৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে অপর্যাপ্ততা উত্তরণের উপায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পাঠদান করা হয় তা রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কিনা- এখানে না সূচক মন্তব্য করেছেন ৪৯% উত্তরদাতা। এখান থেকে উত্তরণে কি করা যায় এই প্রশ্নের জবাবে ৮৭% উত্তরদাতা পর্যাপ্ত ট্রেনিং আয়োজনের কথা বলেছেন। একাডেমিক কারিকুলামে যুক্ত করা উচিত বলে মনে করেন ৬৯% উত্তরদাতা এবং প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক আয়োজনের কথা বলেছেন ২৫% উত্তরদাতা।

সারণী ৩.১১ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে অপর্যাপ্ততা উত্তরণের উপায়

উত্তরণের উপায় (একাধিক উত্তর)	(%) উত্তরদাতা
একাডেমিক কারিকুলামে যুক্ত করা	৬৯%
ট্রেইনিং এর আয়োজন করা	৮৭%
প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক	২৫%

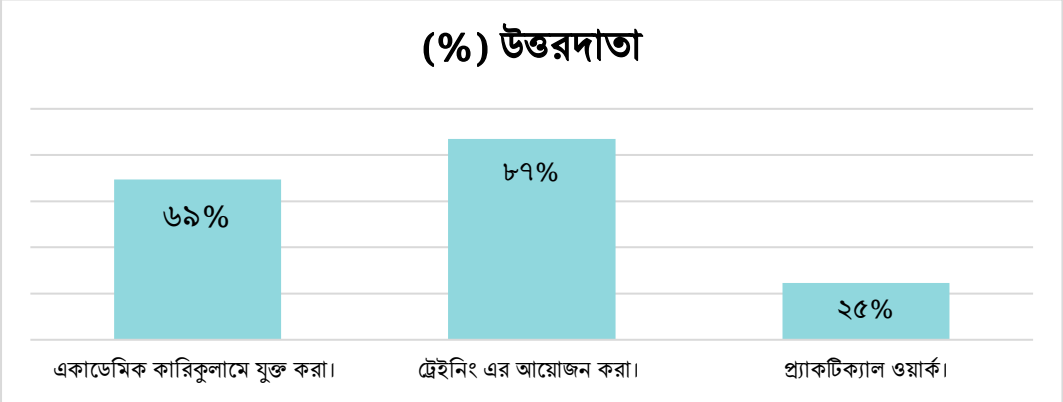

চিত্র-৮ পাঠদানে অপর্যাপ্ততা উত্তরণের উপায়

৩.৯.১.৯ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে তা রপ্তানিতে কীভাবে লাভবান/সুবিধা হবে এই প্রশ্নের জবাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে বলে মনে করেন ৯৩.৪১% উত্তরদাতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন ৮৪.৫৩%, দারিদ্র্য দূরীকরণ হবে বলে মনে করেন ৬৬.৪৮% উত্তরদাতা।

সারণী ৩.১২ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে রপ্তানিতে কীভাবে লাভবান/সুবিধার উপায় (একাধিক উত্তর)	(%) উত্তরদাতা
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৯৩.৪১%
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪৫.৫৩%
দারিদ্র্য দূরীকরণ	৬৬.৪৮%

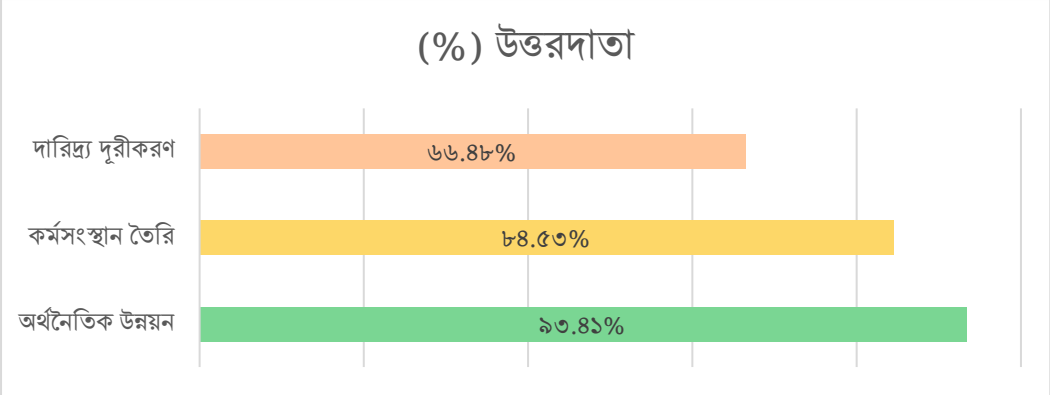

চিত্র ৯ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণে রপ্তানিতে লাভবান/সুবিধার উপায়

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক পাওয়া সুপারিশগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল প্রয়োজন;
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- বিষয়ভিত্তিক ফিল্ডওয়ার্ক চালু করা;
- গবেষণাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োজন;
- রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সরকারকে অবশ্যই আরও বেশি লোকবল নিয়োগ করতে হবে এবং আরও; নতুন শিল্প তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে;
- সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা বাড়াতে হবে; এবং
- শিক্ষা ব্যাবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩.১০ KII এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

সমীক্ষার গুণগত জরিপের অংশ হিসেবে KII এর মাধ্যমে প্রকল্প দপ্তর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাগণ মনে করেন প্রকল্পটিতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি এবং পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ না করতে পারার কারণে প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়নি এবং প্রকল্প মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তাঁরা আরও মনে করেন প্রকল্পটির আবার সংশোধন প্রয়োজন এবং বর্তমানে প্রকল্প কার্যক্রমে ধীরে ধীরে গতির সঞ্চার হচ্ছে। প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসির সভাসমূহ ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি বলেন প্রকল্পটি যদি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তবে রপ্তানি খাত লাভবান হবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশীয় জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করে হাই ভ্যালু এবং হাই ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরি করা সম্ভব হবে এবং বিদেশী ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরির সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরএমজি সেক্টরে রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে। তাঁরা আরও মনে করেন প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশীয় ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিসমূহে এপিআই তৈরির সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি হবে। এছাড়াও তাঁরা দেশে রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও খাদ্য প্রক্রিয়া বহুমুখীকরণে সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে মত দেন। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে যে সুযোগ সৃষ্টি হবে তা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন প্রকল্প অথবা কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষে তাঁরা মতামত দেন।

বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর এসোসিয়েসন (বাপা)র সচিবের মতে, তাঁরা বর্ণিত প্রকল্পটি সম্পর্কে অবগত আছেন। প্রকল্প ডিজাইন প্রণয়নের সময় তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন তারা প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখী করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং এই রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখী করার জন্য তিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্য বহুমুখী করার জন্য গবেষণার উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন আধুনিক প্রযুক্তির উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ পেলে তাঁর এসোসিয়েশনের সদস্যগণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উন্নত প্রযুক্তির সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে এবং এর মাধ্যমে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। নতুন নতুন পণ্য তৈরি, রপ্তানি পণ্য সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে প্রকল্পটি বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর এসোসিয়েসন (বাপা)'র সদস্যগণকে সহায়তা করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় এসোসিয়েশনের সদস্যগণ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে তিনি অভিমত দেন। প্রকল্প থেকে প্রকৃত সুফল পেতে হলে তিনি ফ্যাক্টরি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চালুর পরামর্শ দেন।

বিকেএমই'র প্রতিনিধি বলেন বর্ণিত প্রকল্পটি সম্পর্কে অবগত আছেন। প্রকল্পটির মাধ্যমে হাই ভ্যালু ফ্যাশনেবল পণ্য প্রস্তুত করা গেলে তা রপ্তানি বাজারে দেশীয় পণ্যকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখবে। তিনি মত দেন যে রপ্তানির বাজারে চীন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ফলে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। এই প্রকল্পের পরিসর আরও বড় করে অথবা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে আরএমজি সেক্টরের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। অন্যথায় প্রতিযোগিতা থেকে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে যার প্রভাব অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারীভাবে পড়বে।

৩.১১ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাঃ
মতবিনিময় সভার স্থান: ভীন্টেজ রেস্টুরেন্ট, বাংলামটর, ঢাকা
সভার তারিখ: ২১-০৪-২০২২
সভার সময়: দুপুর ২:০০ ঘটিকা

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

(ক) জনাব ড. গাজী মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান ,অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ,আইএমইডি,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
(খ) জনাব ওয়াহিদা হামিদ, পরিচালক (সমন্বয়), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(গ) জনাব মোঃ শাহজালাল, পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা।
(ঘ) জনাব মোহাম্মদ রাফিদ শাহরিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(ঙ) জনাব নাজমুস সাদাত, পরামর্শক, ট্রেনিং ম্যানেজম্যান্ট কনসালটেণ্ট ইন্টারন্যাশনাল।
(চ) রোমানা আফরোজ মীম, পরামর্শক, ট্রেনিং ম্যানেজম্যান্ট কনসালটেণ্ট ইন্টারন্যাশনাল।
(ছ) অধ্যাপক মীজানুর রহমান, ফার্মেসি বিষয়ের অধ্যাপক।
(জ) জনাব মেজবাহউদ্দিন, পরিচালক, ওয়েলকাম ফ্যাশন লিমিটেড।
(ঝ) ইভান্স রোজারীও, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন।
(ঞ) মোঃ হাফিজুর রহমান, বিকেএম।
(ট) রেজা ই আজম খান, বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন।
(ঠ) প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থীগণ।

চিত্র-১০ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থিরচিত্র।

সভার শুরুতে ড. গাজী মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আইএমইডি, পবিত্র মাহে রমজানের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর তিনি কর্মশালার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবগত করেন। অতঃপর ওয়াহিদা হামিদ, পরিচালক (সমন্বয়), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সভার সঞ্চালনা করেন।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শকগণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেন। সমীক্ষার অংশ হিসেবে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সমীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের উপস্থাপিত তথ্যাদি যথাযথ ও বাস্তবসম্মত মর্মে কর্মশালায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ কর্মশালার শুরুতে আশা প্রকাশ করেন যে তাঁদের মতামতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে এবং এর পাশাপাশি তাঁরা কিছু দাবি উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় আগত ফার্মেসি বিষয়ের অধ্যাপক মীজানুর রহমান বলেন ফার্মেসিটিক্যাল সেক্টর বেশ ভালো অবস্থানে আছে এই ধারা অব্যহত রাখতে আমাদের কাঁচামালের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে প্রায় ২৮০টি ঔষধ কোম্পানি আছে তার মধ্যে মাত্র ১০-১২ কোম্পানি কাঁচামাল উৎপাদন করে। ২৮০টি কোম্পানির মধ্যে ১৫ থেকে ২০টি কোম্পানি জিএমবি কমপ্লাইন্স এর মধ্যে আছে এবং তারা বিশ্বে প্রায় ১২০টি দেশে রপ্তানি করছে। তার মধ্যে আমেরিকান বাজারে মাত্র তিনটি কোম্পানি প্রবেশ করতে পেরেছে সেগুলো হলো: বেক্সিমকো, ইনসেপ্টা এবং স্কয়ার। এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

টেক্সটাইল বিষয়ের অধ্যাপক বলেন আরএমজি'র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু উচ্চমানের ফ্যাশনেবল পোশাক রপ্তানিতে পিছিয়ে রয়েছে। উচ্চমানের ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরির করতে হবে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী। যার জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানের পোশাক ডিজাইন। সে মানের ডিজাইনার বাংলাদেশে নেই বলে আমাদের দেশে উচ্চমানের ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। উচ্চমানের ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরি করতে হলে প্রথমে উচ্চমানের ডিজাইনার তৈরি করতে হবে। বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এনে দেশে প্রশিক্ষণ দেয়া বা দেশ থেকে বিদেশে প্রশিক্ষণার্থী পাঠিয়ে উন্নত মানের ডিজাইনার তৈরি করা যায়। পাশাপাশি আরএমজি'র সাথে জড়িত ছাত্রদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচামাল আমদানি করে পোশাক তৈরি করলে ব্যয় বেড়ে যায়, তাই কাঁচামালের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

এগ্রো প্রসেসর ফুড এসোসিয়েশন (বাপা)'র প্রতিনিধি বলেন এগ্রো প্রসেসর ফুড এর কাঁচামাল দেশে উৎপাদন হয়, তাই করোনার সময় তাদের রপ্তানি বন্ধ থাকেনি যা দেশের জিডিপিতে অবদান রেখেছে। আন্তর্জাতিক মানের খাদ্য তৈরি করতে হলে আমাদের দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে।

জুট গুডস এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি বলেন, জুট গুডস এর কাঁচামাল দেশে উৎপাদন হয়, তাই করোনার সময় তাদের রপ্তানি বন্ধ থাকেনি যা দেশের জিডিপি-তে অবদান রেখেছে। বিশ্বে পলিথিন ব্যবহারে পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে কথা উঠেছে। তাই পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। জুট গুডস সেক্টরে অধিকাংশ কর্মী নারী যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। যার ফলে তারা আন্তর্জাতিক মানের পণ্য তৈরি করতে পারছেনা। দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে দক্ষ নারী জনবল গড়ে উঠার সাথে সাথে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। তিনি এই সেক্টরকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে আগত প্রতিনিধি বলেন পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বর্তমান যে অবস্থা, তাতে বাংলাদেশ মুজুরি ছাড়া কিছুই পায় না। রপ্তানি খাতে লাভবান হতে চাইলে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করে হাই ভ্যালু'র পোশাক তৈরি করতে হবে। বায়ারের প্যারামিটার অনুযায়ী পোশাক তৈরি করতে হবে।

ফার্মেসিটিক্যাল সেক্টরে কাঁচামালের দিক দিয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। তাই কাঁচামালের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক মার্কেটের গাইডলাইন অনুযায়ী পণ্য তৈরি করতে হবে।

জুট গুডস সেক্টরে হাই ভ্যালু পণ্য আছে, কিন্তু আকর্ষণীয় না হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক মার্কেটে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। যেমন চীনের নিম্ন মানের পণ্য বাংলাদেশের ভালোমানের পণ্যের চেয়ে আকর্ষণীয় এবং তাদের উপস্থাপনা ভালো। এই বিষয়ে বাংলাদেশকে কাজ করতে হবে বলে তিনি মত দেন।

জনাব মেজবাহউদ্দিন, পরিচালক, ওয়েলকাম ফ্যাশন লিমিটেড বলেন সুতা বা সুতার কাঁচামাল আমদানি করে পণ্য তৈরি করলে ব্যয় বেড়ে যায়। দেশে সুতার কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি করলে রপ্তানিতে বেশি লাভবান হওয়া যাবে।

বিকেএমই থেকে আগত প্রতিনিধি বলেন আরএমজি সেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এই সেক্টরে মূলত বেসিক পণ্য রপ্তানি করে থাকি, তবে বর্তমানে বেশকয়েকটি কোম্পানি হাই ভ্যালুর পণ্য উৎপাদন করছে। কিন্তু চীন যে পক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন করে তার সাথে বাংলাদেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ার পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য কমাতে পারলে আরএমজি সেক্টরে উন্নতি লাভ করা সম্ভব। যে টিশার্ট বিক্রি করা হয় দুই থেকে তিন ডলারে, একই টিশার্ট ডাইং করতে পারলে বিক্রি হয় পাঁচ থেকে ছয় ডলারে। এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

ফার্মেসি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একজন ছাত্রী বলেন বর্তমানে দেশে ফার্মেসিটিক্যাল সেক্টরে ভাল গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এবং এই পেশায় চাকুরীরতদের যদি এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় এবং তাঁদেরকে যদি এপিআই তৈরিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করা যায় তাহলে তা দেশের রপ্তানির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটাতে সহায়ক হবে।

কর্মশালায় উপস্থিত টেক্সটাইলের ছাত্রদের প্রতিনিধি বলেন তাঁদেরকে যদি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ফ্যাশন ডিজাইন এর উপর ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা যায় তাহলে তাঁরা উচ্চমানের এবং মূল্যের ফ্যাশনেবল পণ্য ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণে ভবিষ্যতে অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন প্রকল্প শুরু হয় ২০১৮ সালে, আর প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা ছিল জুন, ২০২১ সালে। প্রকল্পটিতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি এবং চার জন জনবল নিয়োগ করার কথা থাকলেও একজন জনবলও নিয়োগ করা হয়নি। যার ফলে প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়নি এবং প্রকল্প মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

পাট পণ্য যেহেতু পরিবেশ বান্ধব তাই এ পণ্যের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক, পাট পণ্য এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এবং এই পণ্যে ভ্যাট-ট্যাক্স ফ্রি করার জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

কর্মশালার সভাপতি প্রকল্পে জনবল সংকট সমধানে জনবল নিয়োগ দ্রুত সমাপ্ত করার পরামর্শ দেন। হাই ভ্যালু পণ্য উৎপাদনে পরামর্শ দেন। পাট ও তুলাকে গবেষণা করে উন্নতমানের পণ্য তৈরি করা সম্ভব বলে মনে করেন। তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য কামানা করে কর্মশালা সমাপ্ত করেন ।

৩.১২ প্রকল্পের Exit Plan সংক্রান্ত

প্রকল্পের টিএপিপি'র অনুচ্ছেদ ১৩ তে প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে । তবে প্রকল্প কার্যক্রম প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান রাখার জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হবে কিনা এবং প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সংগৃহীত পণ্য কোথায় হস্তান্তর করা হবে সে সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়ে গেলে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর আর থাকবে না। তখন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যাবতীয় মালামাল, আসবাবপত্র ইত্যাদির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। প্রকল্পের সমস্ত প্রতিবেদন, দলিল ইত্যাদি ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। বর্ণিত বিষয়সমূহ Exit Plan-এ উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

৩.১৩ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দুর্বলতা ও সমস্যা

প্রকল্পটি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের কর্মপরিধি ও ডিজাইন প্রণয়নে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ ও বিশ্লেষণ যথাযথভাবে করা হয়নি এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অনেক নতুন কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেমন: ইনোভেশন সেন্টার, ফ্যাশন ডিজাইন স্টুডিও, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি, নীড অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি ইত্যাদি প্রকল্প সংশোধনের সময় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কোন বেজলাইন স্টাডি বা নীড অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি সম্পাদন করা হয়নি।

প্রকল্পটির কর্মপরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সেক্টরসমূহের রপ্তানির উন্নতি ও বহুমুখীকরণের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের যে পরিধি গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হলো আরএমজি, পিএফ ও এপিআই খাতে স্থানীয় প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, টিওটি প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ । আরএমজি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ফার্মেসিউটিকাল সেক্টরের মত বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় সেক্টরের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, টিওটি প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদির যে পরিমাণ বা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা দ্বারা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জন সম্ভব নয়। তাছাড়া শুধুমাত্র ২ জন পরামর্শক (১জন স্থানীয়, ১জন আন্তর্জাতিক) দিয়ে এই কার্যক্রম প্রয়োজনীয় মাত্রায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জন করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের পরিসর আরও ব্যপক হওয়া আবশ্যক ছিল। তাছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে পাটজাত পণ্য, মৎস্য, সুতা, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদির মত সম্ভাবনাময় খাত বাদ পড়েছে। প্রয়োজনীয় কর্মপরিধি প্রণয়নের মাধ্যমে এ সকল খাত অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ সকল খাতে আরও দক্ষ জনবলের বিকাশ ঘটত এবং এ সকল খাতের রপ্তানির বহুমুখীকরণের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হতো।

প্রকল্পটি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের টিএপিপিতে PIC অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। PIC না থাকায় এক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার যথাযথ প্রতিপালন হয়নি এবং প্রকল্প কার্যক্রমে জবাবদিহিতার অভাব ছিল। প্রকল্পের টিএপিপি-তে PIC অন্তর্ভুক্ত না থাকা প্রকল্পের টিএপিপির দুর্বলতাকে নির্দেশ করে।

প্রকল্পটির বস্তবয়ায়নে পূর্ববর্তী প্রকল্প পরিচালকগণের কিছুটা উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রকল্পটি আগস্ট, ২০১৮-এ শুরু হয়েছিল এবং জুলাই, ২০২১-এ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে, কোভিড -১৯ অতিমারী, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার যথাযথ উদ্যোগের অভাব, প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং না

হওয়া এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ গতি পেতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, প্রকল্পটি সময়মত সমাপ্ত হয়নি এবং এর অগ্রগতি অত্যন্ত নগণ্য। যেহেতু করোনা অতিমারী পরিস্থিতি এখনো বিশ্বব্যাপি বিদ্যমান রয়েছে, তাই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকা অতিক্রম না করলে সেই প্রকল্পে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিধান নেই। বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যয় মাত্র ৯.৯৫ কোটি টাকা হওয়ায় প্রকল্পটিতে কোন নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্পে সরকারের রাজস্ব খাতের কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি প্রকল্পের কাজ করতে হয়, বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রমে গতিশীলতা পায়নি।

প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট পাঁচ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছেন এবং মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালকের এই ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

জনবলের সংকট এ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি অন্যতম সমস্যা। প্রকল্পের আওতায় ৪ জন সহায়ক জনবল নিয়োগের কথা থাকলেও নিয়োগ এখন পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার পর অর্থ মন্ত্রণালয় জারিকৃত একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয় যে, এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক। যার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্থগিত হয়ে যায়। প্রকল্প দপ্তর এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করলেও তা এখনো অনুমোদিত হয়নি। ফলে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনো স্থগিত রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বহুবিধ সমস্যা থাকার পাশাপাশি প্রকল্পটির বস্তবয়ায়নে পূর্ববর্তী প্রকল্প পরিচালকগণের কিছুটা উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরনস্বরূপ প্রকল্পের Tier-I এর আওতায় একটি সলিউশন সফটওয়্যার এর ক্রয় বিল পরিশোধ বকেয়া থাকায় তা পরিশোধের সংস্থান উক্ত প্রকলে রাখা হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ৪র্থ বছরে এসেও ঐ বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়নি। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরনস্বরূপ প্রকল্পের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আরো উদ্যোগী ভূমিকা রাখার অবকাশ ছিল।
প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পাওয়া যায় যে প্রকল্পটি সংশোধিত মেয়াদের মধ্যেও সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

৩.১৪ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির পর করণীয় সম্পর্কে রূপরেখা

EIF এর সঙ্গে যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। সমীক্ষার পর্যালোচনা এবং প্রকল্প দপ্তরের সাথে আলোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত মেয়াদ অর্থাৎ জুলাই ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। ফলে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সঠিকভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের নীতিমালা/গাইডলাইনের আলোকে জরুরিভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের যেসব অঙ্গের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি সেসব অঙ্গের জন্য জরুরিভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান/আরএফকিউ/ইওআই আহ্বান করা আবশ্যক। প্রকল্পের সহায়ক জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করে জরুরিভিত্তিতে প্রকল্পের অফিস চালু করতে হবে এবং অফিসের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

আরএমজি'র জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক এবং ব্র্যান্ডিং ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ জরুরিভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। নিয়োগের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করা প্রয়োজন। প্রসেস ফুড এবং এপিআই এর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ জরুরিভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। কর্মশালা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রম জরুরিভিত্তিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

কর্মপরিকল্পনায় যেসব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেসব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির সবল (Strength) ও দুর্বল (Weakness) দিক, সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) সমূহ শনাক্ত করা হয়েছে। নির্দেশক/মাত্রা (Indicator) অনুযায়ী প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক এবং সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের সবল দিক	**প্রকল্পের দুর্বল দিক**
• প্রকল্পের কর্মপরিধির তুলনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ছিল এবং অর্থছাড় যথাসময়ে হয়েছে; • প্রকল্পের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।	• প্রকল্পের টিএপিপি প্রণয়নের সময় স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা/যথাযথ পর্যালোচনা না করেই প্রকল্পের কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে; • প্রকল্পের টিএপিপি প্রণয়নের সময় কোন বেজলাইন স্টাডি বা সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি; • প্রকল্পের অতিক্রান্ত সময়ের তুলনায় প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি অত্যন্ত নগণ্য; • প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি; প্রকল্পের আওতায় ৪ জন সহায়ক স্টাফ ও একজন পরামর্শক নিয়োগের কথা থাকলেও নিয়োগ এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি; • প্রকল্পটিতে বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত দায়িত্বে মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্পের অন্যতম একটি দুর্বল দিক; • প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধনের সময় প্রকল্পের স্কোপ অব ওয়ার্ক পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রকল্পে নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; • মুল টিএপিপি'র বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; • প্রকল্পের মূল টিএপিপি-তে PIC অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; এবং • প্রকল্পের PIC ও PSC কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়নি।
প্রকল্পের সুযোগ	**প্রকল্পের ঝুঁকি**
• প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ফ্যাশনেবল রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উন্নয়ন হবে; • দেশের ফার্মেসিউটিক্যাল শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং এপিআই এর ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে; • কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য খাদ্য উৎপাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে;	• প্রকল্পের বাস্তবায়ন অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না; • প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হলে উন্নয়ন সহযোগীর নিকট বাস্তবায়নকারি সংস্থা সম্পর্কে একটি নেতিবাচক বার্তা পৌঁছাবে এবং ভবিষ্যতে উন্নয়ন সহযোগীরা অনুরূপ প্রকল্পে অর্থায়নে নিরুৎসাহিত হবে; • প্রকল্পের পুনঃসংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধিতে বিলম্ব/জটিলতা প্রকল্পের একটি ঝুঁকি; • করোনা অতিমারীর কারণে প্রকল্প কার্যক্রম স্থবির থাকলে তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি ঝুঁকি; এবং

• প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; • উৎপাদিত পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হবে, আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের দেশীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে; এবং • অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আরো বেগবান হবে ও সর্বোপরি দেশের জাতীয় অর্থনীতি আরো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে।	• প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা না হলে প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে না।

অদ্যাবধি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের সবল দিককে কোন কাজে লাগাতে সক্ষম হননি। প্রকল্পের সবলদিক কাজে লাগাতে পারলে প্রকল্পের অগ্রগতি কিছুটা হলেও বেশি হওয়া সম্ভব হতো।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের দুর্বলতাসমূহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পারেন। জনবলের অভাব প্রকল্পের জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় তা সমাধানে অতিসত্বর প্রকল্পের জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালকের বদলি পরিহার করেও প্রকল্পের কাজে গতি আনা যেতে পারে। প্রকল্পের দুর্বল দিকসমুহের মধ্যে অন্যতম হলো মাণ PIC ও PSC সভা নিয়িমিত অনুষ্ঠিত না হওয়া। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে PIC ও PSC সভা পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র অনুসরণপূর্বক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যা অতিক্রম করা যেতে পারে।

প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে রপ্তানি খাতে স্বল্প পরিসরে হলেও নানাবিধ সুযোগের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ছে, বিধায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থেকে এই সুযোগকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

EIF এর সঙ্গে MOU এর নবায়ন, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তকরণের মাধ্যমে EIF এর আস্থা পুনরায় অর্জন করে প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ নিরসন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একাগ্র প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় হচ্ছে ৯৯৫.৪০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ১০০.৮০ (ইন কাইন্ড ৫৮.৮০ এবং স্থানীয় ৪৩.০০) লক্ষ টাকা এবং পিএ (অনুদান) ৮৯৪.৬০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২১১.৮৮ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে

(১) প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি (%)	২১.২৮ %
(২) প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি (%)	২১.২৮ %

প্রকল্পটি একবার সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধিত মেয়াদকালও ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের অতিক্রান্ত সময়ের তুলনায় প্রকল্পের অগ্রগতি উদ্বেগজনক হারে পিছিয়ে আছে।

৫.২ প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয় সংক্রান্ত

প্রকল্প ব্যয় মূল টিএপিপি'র বার্ষিক ব্যয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা সম্ভব হয়নি। নানাবিধ সমস্যার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি অর্জনের যে অভিক্ষিপ্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। অগ্রগতি মন্থর থাকায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা সংশোধন করতে হয়েছে এবং প্রকৃত ব্যয় মূল টিএপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেকাংশে কম হয়েছে। প্রকল্পের টিএপিপি অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯.২০১৯-২০২০,২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ এই ৪ টি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯.৭২ কোটি টাকা যার বিপরীতে প্রকৃত মোট ব্যয় মাত্র ২.১১ কোটি টাকা।

৫.৩ সময় বৃদ্ধি

মূল টিএপিপি অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নকাল আগস্ট ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধিত হয় এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রকল্প সংশোধনের সরকারি আদেশ জারি হয়। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ হয় আগস্ট ২০১৮ থেকে থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ১২ মাস। প্রকল্প কার্যক্রমের গতি অত্যন্ত মন্থর হওয়ায় এই বর্ধিত ১ বছরেও প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রকল্প দপ্তরের সাথে আলোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত মেয়াদ অর্থাৎ জুলাই ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের আসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। ফলে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সঠিকভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের নীতিমালা/গাইডলাইনের আলোকে জরুরিভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.৪ প্রয়োজনীয় জনবল সংক্রান্ত

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল টিএপিপি-তে মোট ৫ জন এবং সংশোধিত টিএপিপি-তে ৬ জনবলের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে মাত্র ১ জন অর্থাৎ শুধু প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্পে নিয়োজিত আছেন। এই জনবল ঘাটতির জন্য প্রকল্প অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৫.৫ প্রকল্প পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত

প্রকল্প কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে PIC এবং PSC এর সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত মাত্র ১ বার PIC এবং ২ বার PSC'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর PIC ও PSC সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়নি।

৫.৬ NIU এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ একই হওয়া

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের National Implementation Unit (NIU) এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সদস্যগণ একই হওয়ায় প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা দৃঢ় নয়।

৫.৭ প্রকল্পটির লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণ

টিএপিপি-তে প্রদত্ত প্রকল্পটির লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পরামর্শকগণ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্পের লগফ্রেমে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে তা মূলত জাতীয় পর্যায়ের। সেগুলোর অন্যতম হলো রপ্তানিভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে গৃহীত প্রকল্পটির যে কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে তা জাতীয় পর্যায়ের উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও এতে প্রকল্পের অবদান খুবই নগণ্য। বস্তুতপক্ষে আরো বিস্তৃত পরিসরে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হলে রপ্তানিভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হতো। লগফ্রেমে আউটপুট ও ইনপুট যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, OVI এবং MOV -তে যথেষ্ট ত্রুটি রয়ছে। MOV-তে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বেশ কয়েকটি থেকে প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, লগফ্রেমের অধিকাংশ আইটেমের বিপরীতে 'ERD' এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর বেশিরভাগ আইটেমের জন্য ERD থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। আবার বেশ কিছু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান MOV-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে OVI-তেও বেশ কিছু অনাবশ্যক বিষয় উল্লিখিত রয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম অতি ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটি থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি।

৫.৮ প্রকল্প প্রণয়নজনিত দুর্বলতা

প্রকল্পটি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের কর্মপরিধি ও ডিজাইন প্রণয়নে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ ও বিশ্লেষণ যথাযথভাবে করা হয়নি এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অনেক নতুন নতুন কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কোন বেজলাইন স্টাডি বা নীড অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি সম্পাদন করা হয়নি। প্রকল্পটি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের টিএপিপি-তে PIC অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। PIC না থাকায় এক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার ব্যত্যয় হয়েছে এবং প্রকল্প কার্যক্রমে জবাবদিহিতার অভাব ছিল। প্রকল্পের টিএপিপি-তে PIC অন্তর্ভুক্ত না থাকা প্রকল্পের টিএপিপি'র দুর্বলতাকে নির্দেশ করে।

৫.১৯ প্রকল্পের স্কোপ অব ওয়ার্ক নির্ধারণ

প্রকল্পটির কর্মপরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরএমজি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ফার্মেসিউটিকাল সেক্টরের মত বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় সেক্টরের রপ্তানির উন্নতি ও বহুমুখীকরণের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের যে পরিধি গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে পাটজাত পণ্য, মৎস্য, সুতা, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদির মত সম্ভাবনাময় খাত বাদ পড়েছে।

৫.১০ ক্রয় প্রক্রিয়া

প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু ক্রয় প্যাকেজ রয়েছে। এ সকল প্যাকেজের মধ্যে কেবল মাইক্রোবাস ভাড়া ও ফ্যাশন ডিজাইন এবং ইনোভেশন কেন্দ্রের ভৌত/ইন্টেরিয়র ডেভেলপমেন্ট এর জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ সম্পর্কিত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া একজন স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প কার্যালয় থেকে ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয়ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যথাযথ ক্রয় বিধিমালা অনুসারে প্যাকেজগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

৫.১১ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন

প্রকল্পটিতে শুরু থেকে এপর্যন্ত ৬ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ঘন ঘন বদলিজনিত কারণে বার বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তিত হওয়ায় প্রকল্প কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

৫.১২ প্রকল্পের Exit Plan সংক্রান্ত

প্রকল্পের টিএপিপি'র অনুচ্ছেদ ১৩ তে প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে যা প্রতিবেদনের ১.১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান রাখার জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হবে কিনা এবং প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সংগৃহীত পণ্য কোথায় হস্তান্তর করা হবে সে সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশসমূহ

- অনুমোদিত মেয়াদ অর্থাৎ জুলাই ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা, বিধায় প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসমূহ সঠিকভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের নীতিমালা/গাইডলাইনের আলোকে জরুরিভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৩.১৪);

- প্রকল্পের PIC ও PSC কমিটির সভাসমূহ পরিকল্পনা বিভাগের নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি'র মধ্যে সমন্বয় আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৩.৪);

- প্রকল্পের টিএপিপি/আরটিএপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জনবল অতিসত্বর নিয়োগ দিতে হবে। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে সচিব পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুমোদন দ্রুত প্রাপ্তির বিষয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৩.৮);

- আরএমজি এর জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক এবং ব্র্যান্ডিং ও ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং পিএফ ও এপিআই এর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ , কর্মশালা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রম অতিসত্বর শুরু ও দ্রুততার সাথে চালিয়ে যেতে হবে ((অনুচ্ছেদ ৩.১৪);

- প্রকল্প কার্যক্রম সঠিকভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প কাজে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য জনবলের পরিবর্তন/বদলি যথাসম্ভব পরিহার করা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ৩.৭);

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের National Implementation Unit (NIU) এবং উক্ত প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সদস্যগণ একই হওয়ার প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা দৃঢ় নয়। প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে National Implementation Unit (NIU) এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সদস্যগণকে পৃথকীকরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৫.৮);

- কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে প্রকল্প মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে এবং প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা অব্যাহত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩.১৩);

- প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদার ও পরামর্শক যেন চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩.১৪);

- যেসব প্রকল্পের সাথে বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডার জড়িত রয়েছে ভবিষ্যতে সেসব প্রকল্পের কর্মপরিধি ও ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে তাঁদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প গ্রহণ সমীচীন হবে। এর ফলে প্রকল্পের কর্মপরিধি স্টেকহোল্ডারদের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (অনুচ্ছেদ ৩.১৩);
- ভবিষ্যতে এই ধরনের কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্টাডি/সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ৩.১৩);

- ভবিষ্যৎ প্রকল্পে শুরু থেকেই এমন প্রকল্প পরিচালককে নির্বাচন করা যেতে পারে যাঁর প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে অবসরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই (অনুচ্ছেদ ৩.১৩); এবং

- ভবিষ্যতে প্রকল্পের টিএপিপি প্রণয়নের সময় Exit Plan সম্পর্কে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যাবতীয় মালামাল, আসবাবপত্র ইত্যাদির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে (অনুচ্ছেদ ৩.১২)।

৬.২ উপসংহার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে তৃতীয় পক্ষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ। উক্ত নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্পের দুর্বলতা, বাস্তবায়ন অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা উত্তরণে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত হওয়ার মাধ্যমে প্রকল্পটি সমাপ্তির দিকে ধাবিত হবে বলে আশা করা যায়।

References

১. Cochran, W.G. (1663,1977) Sampling Techniques. Wiley, Newyork.

২. ২০১৬, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩. ২০১৮, টিএপিপি, এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II), ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪. ২০১৮, আরটিএপিপি, এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (১ম সংশোধিত), ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পরিশিষ্ট-১

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রাণালয়

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন/পাঠদানরত ও শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১	উত্তরদাতার নাম	
২	উত্তরদাতার পেশা	১= ছাত্র ২=শিক্ষক
৩	উত্তরদাতার বয়স	
৪	উত্তরদাতার মোবাই নম্বর	
৫	উত্তরদাতার অধ্যয়নের/পাঠদানের বিষয়	১= টেক্সটাইল/ফ্যাশন ডিজাইনিং ২= ফার্মেসি/মাইক্রোবায়োলজী ৩= কৃষি/ফুড টেকনোলজী
৬	শিক্ষাবর্ষ *	১=১ম-৩য় বর্ষ ২=৪র্থ বর্ষ ৩=স্নাতক সমাপ্ত ৪=স্নাতকোত্তর সমাপ্ত ৫=পিএইচডি সমাপ্ত ৬=অন্যান্য
৭	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	
৮	ডিপার্টমেন্টের নাম	
৯	রপ্তানি বহুমুখীকরণ টার্ম সম্পর্কে কি আপনি অবগত আছেন?	১= হ্যাঁ ২= না
১০	বাংলাদেশ থেকে কী কী পণ্য রপ্তানি হয় তার নাম গুলো জানা থাকলে বলুন (একের অধিক উত্তর)	১= গার্মেন্টস পণ্য ২= হিমায়িত খাদ্য ও মাছ ৩= পাটজাত দ্রব্য ৪= সবজি ৫= ফলমূল ৬= চা ৭= চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্য ৮= ঔষধ ৯= ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (বাইসাইকেল, মেশিন, স্টীল ইত্যাদি), ১০= অন্যান্য
১১	আপনি কি মনে করেন পণ্য রপ্তানি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?	১= হ্যাঁ ২= না ৩= জানিনা
১২	গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকলে তা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ। (একের অধিক উত্তর)	১= অর্থনৈতিক উন্নয়ন ২= কর্মসংস্থান তৈরি ৩= দারিদ্র্য দূরীকরণ ৪= অন্যান্য
১৩	রপ্তানি বহুমুখীকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ কী কী? (একের অধিক উত্তর)	১= পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ২= উদ্যোক্তাদের মূলধনের অভাব ৩= দক্ষ জনবলের অভাব ৪= প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব ৫= উন্নত প্রযুক্তির অভাব ৫= অন্যান্য
১৪	আপনি কি মনে করেন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যা অধ্যয়ন করছেন অথবা যা পাঠদান করা হয় তার মাধ্যমে ১) উচ্চমূল্যের ফ্যাশনেবল রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উন্নয়ন; ২) ফার্মেসিকিউটিক্যাল সেক্টরে এপিআই তৈরি; ৩) কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য খাদ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কিনা?	১= হ্যাঁ ২= না ৩= জানিনা
১৫	না হলে তা থেকে উত্তরণে কী করা যায় বলে আপনি মনে করেন? (একের অধিক উত্তর)	১) একাডেমিক কারিকুলামে যুক্ত করা। ২) ট্রেইনিং এর আয়োজন করা। ৩) প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক।

		৪) অন্যান্য।
১৬	বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে আপনারা তথা দেশে রপ্তানিতে কীভাবে লাভবান হবে বলে আপনারা মনে করেন? (একের অধিক উত্তর)	১= অর্থনৈতিক উন্নয়ন ২= কর্মসংস্থান তৈরি ৩= দারিদ্র্য দূরীকরণ ৪= অন্যান্য
১৭	বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও আধুনিক ও যুগোপোযোগী করতে আপনার কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখ করুন।	

- শুধুমাত্র অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য

পরিশিষ্ট-২

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ডব্লিউটিও সেল /বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর জন্য চেকলিস্ট

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবী: শাখা/সংস্থা:

উত্তরদাতার ই-মেইল আইডি:

১। আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটির ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন ও কর্মপরিধি যথাযথভাবে প্রণীত হয়েছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। না হয়ে থাকেলে সে সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন।

৩। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে উচ্চমানের ফ্যাশন ডিজাইনার দিয়ে উচ্চ মূল্যের ফ্যাশনেবল রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য RMG শিল্পের উন্নয়ন কতটুকু হবে বলে আপনি মনে করেন ?

৪। আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশীয় ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এপিআই তৈরির সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। হ্যাঁ হলে কতটা সম্ভব হবে?

৬। আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশে রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও খাদ্য প্রক্রিয়া বহুমুখীকরণে সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। হ্যাঁ হলে কতটা সম্ভব হবে?

৮। আপনার মতে বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যেসব সুযোগের সৃষ্টি হবে তার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নতুন কোন প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। থাকলে সে বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন।

১১। প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন।

১২। প্রকল্পের সবল দিকগুলো উল্লেখ করুন।

১৩। আপনার মতে প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো কী কী?

পরিশিষ্ট-৩

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালকের জন্য চেকলিস্ট

নাম: ফোন/মোবাইল:

পদবী: শাখা/সংস্থা:

উত্তরদাতার ই-মেইল আইডিঃ

১	প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর কারণ সম্পর্কে বলুন।
২	প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় এবং বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে কোন সমস্যা রয়েছে কিনা?
৩	প্রকল্প গ্রহণের পুর্বে বেইজলাইন সার্ভে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল কিনা?
৪	প্রকল্প পরিচালক বারবার পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল কিনা?
৫	প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিএপিপি'র নির্দেশনা ও ক্রয় আইন-বিধিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা?
৬	প্রকল্পের বিষয়ে কোন অডিট আপত্তি (ইন্টারনাল/এক্সটারনাল) আছে কিনা? অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের কপি অনুগ্রহ করে প্রদান করুন।
৭	বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ?
৮	লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের আউটপুট সময়ানুপাতিক হারে অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে কিনা ?
৯	উচ্চমানের ফ্যাশন ডিজাইনার দিয়ে উচ্চ মূল্যের ফ্যাশনেবল রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন; রপ্তানি ও দেশীয় বাজারে ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিসমূহের জন্য এপিআই তৈরীতে সক্ষমতা অর্জন এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত বহুমূখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পটি কতটুকু অবদান রাখবে বলে আপনি মনে করেন?
১০	প্রকল্পের পিআইসি'র কতটি সভা উনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কতটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান ছিল? পিআইসি' সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা?
১১	স্টিয়ারিং কমিটির কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কতটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান ছিল? পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা?
১২	বিধান অনুযায়ী পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে তাতে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কিনা?
১৩	আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ সময়ে সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকেন। তাঁদের পরিদর্শন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ/সুপারিশসমূহ প্রতিপালনের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

১৪	প্রকল্পের সমাপ্তকৃত কাজ/সেবার বিল প্রস্তুতকারির নাম, পদবী, ফোন নম্বর প্রদান করুন।
১৫	বিল পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুতকৃত বিল প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, ফোন নম্বর প্রদান করুন।
১৬	প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা?
১৭	টিএপিপি/ আরটিএপিপি অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা?
১৮	টিএপিপি/আরটিএপিপি অনুযায়ী জনবল নিয়োগ না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ কী?
১৯	অনুমোদিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোন ধরনের সহায়তার প্রয়োজন আছে কিনা?
২০	প্রকল্প ডিজাইন সংক্রান্ত কী কী সমস্যা আছে এবং সমস্যা সমাধানে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?
২১	ক্রয় সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সেগুলো উল্লেখ করুন।
২১	প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন পর্যাপ্ত কিনা?
২২	প্রকল্পের সংশোধিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার করমপরিকল্পনাসহ উল্লেখ করুন।
২৩	প্রকল্পের মালামাল/সেবা ক্রয়ের জন্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?
২৪	ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা?
২৫	মালামাল বিতরণ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ সংশ্লিষ্টভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা?

পরিশিষ্ট-৪

প্রকল্পের শিরোনামঃ এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর জন্য প্রশ্নপত্র

নাম ফোন/মোবাইল

পদবী শাখা/সংস্থা

উত্তরদাতার ই-মেইল আইডিঃ

১। প্রকল্পটি ডিজাইন এবং অর্থবরাদ্দ প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। প্রকল্পের অর্থায়নে Development Partner এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। প্রকল্পের বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড় বিলম্বিত হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং প্রকল্পের অর্থ বায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। দুর্বলতা থাকলে তার কারণ কী?

৭। প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা রক্ষায় আরও নতুন ও বৃহত্তর পরিসরে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহনের প্রয়োজন আছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

পরিশিষ্ট-৫

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

Development Partner (EIF) এর জন্য প্রশ্নপত্র

নাম ফোন/মোবাইল

পদবী শাখা/সংস্থা

উত্তরদাতার ই-মেইল আইডিঃ

১। প্রকল্পটি ডিজাইন এবং অর্থবরাদ্দ প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। প্রকল্পের অর্থছাড়ে কোন জটিলতা রয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। থাকলে তা কী?

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কোন দুর্বলতা আছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। থাকলে তা কী?

৬। প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ব্যয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭।উক্ত বিষয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কোন দুর্বলতা রয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বৃহত্তর পরিসরে এ ধরনের নতুন প্রকল্পে আপনার সংস্থা অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে কিনা?

৭। প্রকল্পটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। এ বিষয়ে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

পরিশিষ্ট-৬

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিজিএমই ও বিকেএমই এর জন্য প্রশ্নপত্র

উত্তরদাতার নাম:

উত্তরদাতার পদবী:

উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর:

১। আপনি ও আপনার এসোসিয়েশন কি বর্ণিত প্রকল্পটি সম্পর্কে অবগত আছেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। প্রকল্প ডিজাইনে/প্রণয়নের সময় আপনাদের সাথে কোন আলোচনা করা হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। আপনাদের সেক্টরে ফ্যাশনেবল পণ্যের রপ্তানি বহুমুখীকরণের কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। উচ্চমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে আপনাদের সদস্যগণ কি কোন ধরনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তা কী?

৬। উচ্চমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে আপনার এসোসিয়েশনের সদস্য প্রতিষ্ঠানের কি কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। আধুনিক প্রযুক্তির উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ পেলে আপনার এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কীভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করেন?

৮। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে আপনাদের কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। আরএমজি সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে প্রকল্পটি কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?

১০। আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় গার্মেন্টস সেক্টর কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১। হলে তা কীভাবে?

১২। প্রকল্পের সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে আপনার কোন সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখ করুন।

পরিশিষ্ট-৭

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ফার্মেসিউটিক্যাল এসোসিয়েশনের জন্য প্রশ্নপত্র

উত্তরদাতার নাম:

উত্তরদাতার পদবী:

উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর:

১। আপনি কি আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পর্কে অবগত আছেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। আলোচ্য প্রকল্প ডিজাইনের সময় আপনাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। আপনার এসোসিয়েশন এর সদস্যরা কি ফার্মেসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে এপিআই তৈরি করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। এপিআই সম্পূর্ণরূপে তৈরি করতে আপনার এসোসিয়েশনের সদস্যরা কী ধরনের সমস্যা অনুভব করেন?

৫। আপনি কি মনে করেন দেশীয় ফার্মেসিউটিক্যাল কোম্পানিসমূহে এপিআই তৈরিতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। আপনি কি মনে করেন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সক্ষমতার উন্নতি ঘটানো সম্ভব?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। সক্ষমতার উন্নতি ঘটলে কি ফার্মেসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো এপিআই সম্পূর্ণরূপে তৈরি করতে সক্ষম হবে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। আপনি কি মনে করেন এপিআই সম্পূর্ণরূপে তৈরি করতে পারলে ফার্মেসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর রপ্তানী সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ঔষধ রপ্তানী বহুমুখীকরণ হবে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। ফার্মেসিউটিক্যাল সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে প্রকল্পটি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১০। আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় ফার্মেসিউটিক্যাল সেক্টর কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১। হলে তা কীভাবে?

১২। প্রকল্পের সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে আপনার কোন সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখ করুন।

পরিশিষ্ট-৮

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর (বাপা) /বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এসোসিয়েশন এর জন্য প্রশ্নপত্র

উত্তরদাতার নাম:

উত্তরদাতার পদবী:

উত্তরদাতার মোবাইল নম্বর:

১। আপনি ও আপনার এসোসিয়েশন কি বর্ণিত প্রকল্পটি সম্পর্কে অবগত আছেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২। প্রকল্প ডিজাইন প্রণয়নের সময় আপনাদের সাথে কোন আলোচনা করা হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। আপনাদের সেক্টরে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখী করার পরিকল্পনা আপনাদের রয়েছে কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। কৃষি পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত বহুমুখীকরণের কোন ধরনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। অনুভব করলে তা কী ?

৬। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে আপনার এসোসিয়েশনের সদস্য প্রতিষ্ঠানের কি কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। আধুনিক প্রযুক্তির উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ পেলে আপনার এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কীভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করেন?

৮। প্রকল্প আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে আপনাদের কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। এগ্রো প্রসেসর সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে প্রকল্পটি কী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১০। আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় আপনার এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১। হলে তা কীভাবে?

১২। প্রকল্পের সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে আপনার কোন সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখ করুন।

পরিশিষ্ট-৯

প্রকল্পের শিরোনামঃ "এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II)"

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার জন্য প্রশ্নপত্র

নাম ফোন/মোবাইল

পদবী শাখা/সংস্থা

উত্তরদাতার ই-মেইল আইডিঃ

১। বর্ণিত প্রকল্প সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কিনা?

২। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা আপনার সেক্টরের পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে সহায়ক হবে কিনা?

৩। বর্ণিত বিষয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের/ সেক্টরের উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন আছে কিনা?

৪। প্রকল্পের বর্ণিত কার্যক্রম আপনার সেক্টরের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

৫। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণে আপনার সেক্টরের উদ্যোক্তাগণ কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা?

৬। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আরও বৃহত্তর পরিসরে নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা?

পরিশিষ্ট-১০

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

(প্রতি প্যাকেজের জন্য আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে।)

[অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এর চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে]

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন	
১	লট/প্যাকেজ এর নাম/নং		
২	ক্রয় পদ্ধতি		
৩	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন	(২) অফ-লাইন
৫	দরপত্র প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরন করা হয়ে করা হয়েছিল কিনা	হ্যাঁ	
		না	
৬	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কি?	হ্যাঁ	
		না	
৭	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আর্ন্তজাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি)	১। পত্রিকার নাম: (বাংলা):……..……., তারিখ:……. ২। পত্রিকার নাম: (ইংরেজি):……..……., তারিখ:…….	
৮	দরপত্র CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছিল কি?	হ্যাঁ	
		না	
৯	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ	শুরু…… তারিখ: শেষ……তারখ:	
১০	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	……..টি	
১১	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	……..টি	
১২	টিওএস তৈরির তারিখ		
১৩	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখ: সময়:	
১৪	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা:		
১৫	পিইসি কমিটির সকল সদস্য-এর স্বাক্ষর আছে কি না?		
১৬	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ:	…… তরিখ	
১৭	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা:	……জন	

		বহি: সদস্য সংখ্যা ..... জন	
১৮	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা:	.....জন বহি: সদস্য সংখ্যা ..... জন	
১৯	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ	
		না	
২০	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	.....টি	
২১	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ		
২২	দরপত্র অনুমোদনকারীর পদবী		
২৩	Notification of Award (NOA) প্রদানের তারিখ	..... তারিখ	
২৪	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরটিএপিপি)	.....টাকা	
২৫	চুক্তি মূল্য	.....টাকা	
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম		
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		
২৮	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ		
২৯	চুক্তি অনুয়ায়ী কাজ শেষ করার তারিখ		
৩০	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৩১	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৩২	দরপত্রটির ব্যাপারে কোনো অভিযোগ হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	না
৩৩	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৩৪	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি		
৩৫	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৩৬	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৩৭	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা..... টি নিস্পত্তির সংখ্যা.....টি	
৩৮	অডিট আপত্তি নিস্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	....	

Tmci

ট্রেইনিং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ইন্টারন্যাশনাল

খান ম্যানসন, ৮ম তলা, ১০৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

মোবাইল : ০১৯১১-২৩০৬৩৭, E-mail: tmciayesha@gmail.com